প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য এক টাকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভূমিকা

কবি জগদানন্দ বাজপেয়ীর মূল এবং অনুবাদ কবিতার কয়েকটি খাতা কিছুকাল পূর্ব্বে আমার হস্তগত হয়; দীর্ঘকাল রাজবন্দীরূপে অবস্থান-কালে তিনি এগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও লেখার সহিত আমার আগে পরিচয় ছিল না। অলসভাবে খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কবিতাগুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দের নিপুণতা আমাকে চমৎকৃত করে; নূতন লেখকের প্রাথমিক কাব্যপ্রচেষ্টা এগুলি নয়, সম্পূর্ণ পাকা হাতের রচনা। সে বৎসর আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা-সংখ্যা সম্পাদন করিতেছিলাম, বাজপেয়ী মহাশয়ের একটি অনুবাদ-কবিতা উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বহু কাব্যরসিকের দৃষ্টি বাংলা কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত এই নূতন কবির প্রতি আকৃষ্ট হইল; অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবির আরও কবিতা মুদ্রিত করিবার অনুরোধ জানাইলেন।

খাতাগুলি আমার কাছেই ছিল, কিন্তু নানা কারণে পুস্তকাকারে সেগুলি মুদ্রণের সুবিধা হয় নাই। অবসর সময়ে বাজপেয়ী-কবির মূল অথবা অনুবাদ কবিতা পাঠ করিতাম এবং সেগুলিকে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ জন্মিত। এতদিনে তাঁহার কয়েকটি অনুবাদ-কবিতা প্রকাশ করিতে পারিয়া সত্যসত্যই আনন্দিত হইয়াছি। ইচ্ছা আছে, শীঘ্রই তাঁহার মূল কবিতাগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাজপেয়ী প্রবীণ ও পুরাতনপন্থী কবি; তাঁহার কাব্যকুশলতার পরিচয় এই অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে; মূলকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াও যে অনুবাদে কাব্যের প্রাণধর্ম্ম

অব্যাহত রাখা যায়, জগদানন্দবাবু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। মূলের ভাবধারা তিনি কুত্রাপি বিপর্য্যস্ত করেন নাই; আশ্চর্য্য সহানুভূতির সহিত মূল সুর যথাযথ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন; এই কারণেই এগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমার সঙ্কোচ নাই। অত্যন্ত পরিচিত কবিতার পরিচিত রূপটাই পাঠক দেখিতে পাইবেন এবং মাতৃভাষায় সেগুলির রস নূতন করিয়া সম্ভোগের আনন্দ পাইবেন।

কবির কর্ম্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই সঙ্গে পাঠকের কাছে নিবেদন করিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম, কিন্তু নিরহঙ্কারী বাজপেয়ী মহাশয় স্বাভাবিক সঙ্কোচবশত সে সুযোগ আমাকে দিলেন না। তাঁহার মূল কবিতাগুলি প্রকাশের সময় এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমি যে আনন্দ ও উৎসাহ লইয়া এই কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, আশা করি, পাঠকেরাও এগুলি পাঠে সে আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করিবেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

মেঘ

(Shelleyর 'The Cloud' কবিতার অনুবাদ)

আহরি আনি নীর তটিনী জলধির
তৃষিত কুসুমের জুড়াই কায়,
দুপুরে পাতাগুলি পড়িলে ঘুমে ঢুলি
আড়াল করি লঘু আঁচল-ছায় ;
(মোর) পক্ষ হতে ঝরা জলের ছোঁয়া লাগি
পুষ্প-শিশুদল শিহরি খোঁজে জাগি
জননী ধরণীরে, সে নাচে রবি ঘিরে,
দোলনে পুন তার বুকে ঘুমায় ॥

আমার করতলে অশনি যবে ঝলে
শ্যামল ধরা ভয়ে পাংশু ম্লান,
নিরখি যাই গ'লে অট্টহাসি-রোলে
স্নিগ্ধ বরষার বহাই বান ;

তুষাররাশি দূর নিম্নে গিরিশিরে
নিঝররূপে নামে গলিত হিমনীরে,
সভয়ে শালবন শ্বসিয়া শন্ শন্
ঊর্দ্ধপানে চাহে কম্পমান ॥

পাংশু পাণ্ডুর কম্প্র ভয়াতুর
নৈশ উপাধানে সেই সে বন,
তাহাতে শির থুয়ে ঝড়ের বুকে শুয়ে
বাসর-নিশি করি উদ্‌যাপন ;
আকাশ অম্বুধি পবন উত্তাল
তড়িৎ-মাঝি মোর তরীর ধরি হাল,
আঁধার গুহা মাঝে রহিয়া রহি বাজে
রুদ্ধ অশনির ক্রুদ্ধ স্বন ॥

বিজলী মোর নেয়ে তরণী চলে বেয়ে
অতিক্রমি দেশ-দেশান্তর,
সাগর-নদ-নদী লঙ্ঘি নিরবধি
কাহারে চায়, তার কোথায় ঘর !
কানন কান্তার গহন গিরিশিরে
বিরহী সারারাতি কাহারে খুঁজি ফিরে !
স্নিগ্ধ নীলনভে বসিয়া হাসি যবে,
নয়ন-নীরে তার নামে নিঝর ॥

উষার শুকতারা আলোকে হ'লে হারা,
তপন পূরবের দুয়ার ঠেলি
সহসা তরণীর পিছনে তুলে শির
আলোয় ঝলমল কলাপ মেলি ;
অনল-নিঃস্রাবী ক্ষুব্ধ গিরিচূড়ে
যেমন খগরাজ ক্ষণিক বসি উড়ে
বারেক উঠি নায় সভয়ে স'রে যায়,
তরণী ধায় তারে পিছনে ফেলি ॥

সাঁঝের রবিকরে যখন রঙ ধরে
শান্ত সাগরের সুনীল গায়,
শিথিল বিহ্বল নৈশ অঞ্চল
নীলিম আবরণে নিখিল ছায় ;
সান্ধ্য সমীরের মদির নিশ্বাসে
প্রেমের পারিজাত স্বর্ণরেণু ভাসে,
আবেশে মুদি আঁখি তরীতে ব'সে থাকি
কুলায়-আশ্রিত কপোত-প্রায় ॥

শুভ্র সুকোমল চূর্ণ মেঘদল
নৈশ সমীরণে আগুন ছায়,
চাঁদিমা মধু হাসি ছিন্ন মেঘরাশি
দলিয়া লঘুপদে চলিয়া যায় ;

যেথায় যেথা তার চরণ সুকুমার
আঘাত হানি চলে চপল লঘুভার,
চরণ পাতে পাতে দীর্ণ গৃহছাতে
তারকা উঠে ফুটি ফুলের প্রায় ॥

কুসুম-রেণুমাখা রঙিন দুটি পাখা
মেলিয়া ধায় যত মধুপদল,
আলোড়ি আলোধারা অযুত অলিপারা
তারকাবলী ছায় গগনতল ;
ক্ষুদ্রপরিসর ছিদ্র শত ধীরে
দীর্ঘতর হয় চন্দ্রাতপ চিরে
খচিত তারাশশী খণ্ড নভ খসি
উলসি তোলে নদী-সাগরজল ॥

রচিয়া প্রোজ্জ্বল অনলমণ্ডল
বন্দী করি তাহে বিবস্বান্,
কটিতে চাঁদিমার মুকুতা-মণিভার-
খচিত মেখলা সে আমার দান ;
ঝঞ্ঝা যবে মোর কেতন লয়ে চলে,
গগনে নীহারিকা সভয়ে নিভে জ্বলে,
প্রলয়-নিশ্বাসে নিভিয়া যায় ত্রাসে
অগ্নি-ভরা গিরি বহ্নিমান ॥

শ্যামল তনু মম প্রসারি সেতু-সম
পরশি দ্বীপ হতে দ্বীপান্তর,
ধরার গৃহছাতে ব্যর্থ করাঘাতে
প্রবেশ যাচে মিছে সৌরকর ;
স্তম্ভরূপে শিরে ভূধর ধরে তায়,
নিম্নে পারাবার পুলকে উথলায়,
নিখিল গণি ত্রাস রুদ্ধনিশ্বাস
হেরে সে লীলা মোর ভয়ঙ্কর ॥

ঝঞ্ঝা বরিষণ অশনি-নিস্বন
নাশিতে উদ্যত পৃথ্বিতল,
হাসিয়া শৃঙ্খলে সিংহাসন-তলে
বন্দী করি আমি দৈত্যদল ;
সহসা সেইক্ষণে তপন-পুরোভাগে
বর্ণ-সমারোহে ইন্দ্রধনু জাগে,
সে রূপ শতধারে আকাশ বসুধারে
বর্ণজালে করে সমুজ্জ্বল ॥

সাগর ধরণীর প্রণয় সুনিবিড়,
বিপুল স্নেহনীড়ে জনম মোর,
আমার লীলা তরে অসীম স্নেহভরে
আকাশ পাতে তার উদার ক্রোড় ;

অমর আমি,—মোর মৃত্যু নাই নাই,
নিত্য নব রূপে ধরায় আসি যাই,
ভেদিয়া ক্ষিতিতল সাগর-নদীজল
পাতালপুরে পশি আঁধার ঘোর ॥

বরষা-ধারা-শেষে স্নিগ্ধ নীল বেশে
গগন হেসে যবে নিম্নে চায়,
আপন স্মৃতি 'পর সুনীল সুন্দর
সমাধি হেরে মোর হাসিই পায় ;
সহসা প্রেতসম সমাধি বিদারিয়া
গগন-অঙ্গনে নাচি তাথিয়া থিয়া,
সে হাসি সেই শোভা নয়ন-মনলোভা
তরাসে পুন তার মুখে মিলায় ॥

মানব-বন্দনা

(Swinburneএর "Hymn of Man" কবিতা অবলম্বনে)

জাগিল ধরণী যবে উষাসম যাপিয়া ত্রিযাম
স্নিগ্ধ মনোরম,
মানব না ভগবান—কর্ণে তার কোন্ পুণ্যনাম
ধ্বনিল প্রথম ?
ধূসর গুণ্ঠনখানি উষা আনি যেদিন প্রদোষে
তুলাল শিয়রে,
কোন্ সুরে কোন্ ছন্দে কণ্ঠ তার কি সঙ্গীত ঘোষে
গ্রহে গ্রহান্তরে ?
সে কি ছন্দ বন্দনার, সে কি আর্ত্ত ক্রন্দন শঙ্কার
সে কি প্রেম প্রীতি—
কুমারী ধরার কণ্ঠে সে লগনে প্রথম ঝঙ্কার
তুলিল যে গীতি ?
অদূরের গ্রহতারা তন্দ্রালস মুগ্ধ আঁখিপাতে
তখনো না ভায়,
তখনো রয়েছে আর্দ্র রজনীর শিশির-সম্পাতে
পল্লব-প্রচ্ছায়।
সদ্য-বিকশিত তার দিঠি যবে করে নি ইক্ষণ
কাল-পরিসর,

মরণের পদধ্বনি বাজিত না যবে প্রতিক্ষণ
বক্ষের ভিতর,
আসন্ন সে প্রদোষের অস্ফুট আলোকে সৃষ্টি যবে
মগ্ন অনুখন,
ছায়াচ্ছন্ন শূন্যপথে বসুন্ধরা জীবন-উৎসবে
বাড়াল চরণ ;
পদতলে কাল-সিন্ধু প্রসারিত বৈচিত্র্য-বিহীন
স্তিমিত মন্থর,
দুঃসহ বিকাশবেগে বস্তুপুঞ্জ যবে অনুদিন
মথিত-অন্তর ;
পক্ষহীন লক্ষ আশা ভালবাসা অভিলাষ শত
বক্ষের পিঞ্জরে
তন্দ্রা-মোহ হতে জাগি, পরক্ষণে পুন তন্দ্রাহত
মূরছিয়া পড়ে ;
জীবন-উষার সেই অর্দ্ধ তন্দ্রা অর্দ্ধ জাগরণ
আধ ছায়া-আলো—
জীবধাত্রী ধরিত্রীর শৈশবের সেই আচরণ
লাগিত কি ভালো !
সুচির-সঞ্চিত প্রেম কুমারী হিয়ায় সঙ্গোপনে
ছিল যাহা পশি,
উঠিল কি পুষ্পগন্ধে বিহঙ্গের বিচিত্র বরণে
পুলকে বিকশি !

অকূল তিমিরে মগ্ন প্রেম যবে ব্রহ্মাণ্ড-সম্পুটে
জীবনের ভ্রূণ—
তমিস্রা-রজনী তারে রেখেছিল ঢাকি বক্ষপুটে,
সেই তারে পুন
বিদীর্ণ করিয়া নিজ দুনিবার অন্ধ বেগভরে
করিল পয়াণ,
মানবের সম্ভাবনা অন্ধকার-ব্যাপ্ত চরাচরে
ঘন স্পন্দমান।

নিরাকার মহাব্যোম বিহরিল লভি কলেবর
বিশ্ব-বসুধার,
এল জল বায়ু আলো, এল ক্ষিতি জীবন-নির্ভর,
আহার্য্য ক্ষুধার।
সত্য বটে, হইয়াছে বীজ হতে উদ্ভিদ-উদ্গম,
কিন্তু বপয়িতা
যে জন বীজের, তার কোন্ ক্ষণে কোথায় জনম,
কে তাহার পিতা?
অতীতের অন্ধকারে অন্ধসম ভ্রম দিশাহারা
তাহার সন্ধানে,
অবলুপ্ত কালবক্ষে ক্ষীণতম পথের ইসারা
নাই কোনখানে।

তাই আর্ত্ত হাহাকারে কেঁদে ফিরে তোমার আহ্বান
যত বিশ্বময়,
তোমার মানস-সৃষ্টি মূক মৌন তব ভগবান
কথা নাহি কয়।
ইহলোকে লোকান্তরে কোন স্থানে তোমার দেবতা
রহে যদি কেহ,
স্বরূপ তাহার এই অবিনাশী বিশ্বমানবতা—
যেথা হোক গেহ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় দিব্যদেহে তার
মানবের প্রাণ
স্পন্দিছে জীবনরূপে, ধমনীতে তপ্ত রক্তধার-
রূপে বহমান।
তার জ্যোতিকণা লয়ে জ্বলিতেছে যুগ যুগ ধরি
রবি শশী তারা,
চৌদিকে বেড়িয়া তার নাচিতেছে তুলিয়া লহরী
কালস্রোত-ধারা।
সিন্ধুনীর বাষ্পরূপে মহাশূন্যে রচি মেঘস্তর
যথা পুনরায়
গলিত সলিল-স্রোতে রচি লক্ষ তটিনী নির্ঝর
সিন্ধুতে মিলায়;
মানবের প্রাণধারা যে বিপুল মহাসিন্ধু হতে
ছুটে উৎসারিয়া,

নিত্য সেই উৎসমূল পুষ্ট করে অবিশ্রাম স্রোতে
নিজ প্রাণ দিয়া।
শতাব্দী তরঙ্গরূপে উঠে ডুবে পলক-প্রমাণ
যে অনন্ত নীরে,
অশান্ত সে মহার্ণবে অসহায় জীব-ভগবান
সঞ্চরিয়া ফিরে।
প্রলয়-পয়োধিবক্ষে জীব-আত্মা বুদ্‌বুদের প্রায়
কালের নিশ্বাসে
না রাখি কম্পনলেশ কালবক্ষে ক্ষণে ডুবে যায়,
ক্ষণে পুন ভাসে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ঝড় ঝঞ্ঝা অশনি-সম্পাতে
মানবের মন
প্রকৃতির বিশ্বধ্বংসী অন্ধবেগ মহাশক্তি সাথে
যুঝিতেছে রণ।
প্লাবনের কৃপাপাত্র অসহায় তরঙ্গ-তাড়নে
তৃণখণ্ড যথা,
রক্তাক্ত বিক্ষত দেহে বিলুণ্ঠিত সমর-অঙ্গনে
বিশ্বমানবতা।
হায় নর, শ্রেষ্ঠ তুমি, স্রষ্টা তুমি সৃষ্টির মাঝারে,
তুমি ভগবান,

ক্ষীণশিখা দীপসম কেন তবে একটি ফুৎকারে
নির্ব্বাপিত-প্রাণ ?
বহি পাদ্য-অর্ঘ্যভার বিনিঃসৃত নিঝরনিকর
যার পদ চুমি,
যাহার আরতি লয়ে বিচ্ছুরিল রবি-শশীকর
হায়, সে কি তুমি ?
অজেয় আত্মার বলে শক্তিপুঞ্জ জড়-প্রকৃতির
মানে পরাভব,
চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, অচেতন নির্ব্বাক বধির
জড়শক্তি সব।
নির্ব্বাসিত আত্মা আজি, শূন্যতার পূণ্য বেদীতলে
নাচে পশুবল
উদ্যত আয়ুধ করে, চক্ষে তার অনির্ব্বাণ জ্বলে
জিঘাংসা-অনল।
আত্মার অমিত তেজ নির্ব্বাপিত, লুপ্ত আজি তার
অমৃত সান্ত্বনা,
অমৃতের পুত্র যারা অমৃতে হারাল অধিকার—
এ কি বিড়ম্বনা !
মৈত্রী তার মৃত্যু সাথে, অন্ধকারে তার অভিসার
বিনাশের পানে,
আপনার সত্তা তাই আত্মা আজি করে না স্বীকার,
চিত্ত নাহি মানে।

অজ্ঞতার অমারাতি আত্মঘাতী হীন অবিশ্বাস
আপনার 'পরে
অদৃশ্যে রচিল যবে বিস্মৃতির মৃত্যু-মোহপাশ
মানব-অন্তরে,
সে ঘোর দুর্য্যোগ-ক্ষণে সঙ্গোপনে অতি চুপে চুপে
তস্কর-সমান
অন্তরের অন্তঃপুরে কে পশিলে হীন ছদ্মরূপে
তুমি ভগবান ?
সেই ক্ষণে আপনার অকলঙ্ক মহিমামুকুট
বিভ্রান্ত মানব
উন্মোচিয়া নিজ হাতে, সমর্পিল ভরি করপুট
পদপ্রান্তে তব।
তাহার গগন-চুম্বী গরিমার ধ্বংসস্তূপ 'পরে
তোমার মন্দির
আপনার অসপত্ন্য অভ্রভেদী রূঢ় গর্ব্বভরে
সমুত্থিল শির।
দেউলের বেদীবক্ষে বিরাজিল তোমার মূরতি
দেব অধিষ্ঠাতা,
হীন উঞ্ছব্যবসায়ী অকিঞ্চন ভক্তজন প্রতি
বরাভয়দাতা ?
সৃজিল অক্ষয় স্বর্গ অনুরক্ত ভক্তগণ তরে
অলীক কল্পনা,

অনন্ত নিরয়-ভীতি অবিশ্বাসী জনের অন্তরে
তোমার রচনা।
বিশ্বাসে বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাধিল সংঘাত
সারা বিশ্ব জুড়ি,
জাতি ব্যক্তি জনপদ নির্ব্বিশেষে হ'ল ভস্মসাৎ
সে অনলে পুড়ি।
তোমার প্রসাদপুষ্ট পূজারীর প্রাসাদ-দুয়ারে
হাহাকার তুলি
বুভুক্ষু যাচিল অন্ন, কৃপাভরে পূজারী তাহারে
দিল পদধূলি।
জেগেছে সম্বিৎহারা ভূতপূর্ব্ব ওগো ভগবান,
তব ক্রীতদাস,
বিচার-আসনে বসি উচ্চকণ্ঠে করিছে আহ্বান
হিসাব-নিকাশ,
মায়ায় রচিত তব ক্ষণিকের ইন্দ্রজাল-মোহ
অপগত আজ,
প্রবুদ্ধ প্রজার ঠাঁই যোগ্য দণ্ড শির পাতি লহ
রাজ-অধিরাজ!
জেগেছে মানব, তার পদতলে নিশ্চল বিহরে
মৃত মহাকাল,
নবোদিত অরুণের বর্ণচ্ছটা রচিছে শিয়রে
দিব্য জ্যোতিজাল।

জ্ঞানের আলোকে যার চিত্ত-পদ্ম মেলিয়াছে দল
পরতে পরতে,
চাহে না সে কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রাণহীন সহায় সম্বল
প্রগতির পথে,
তার চিন্তাসূত্রহারে ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান
ত্রিকাল গ্রথিত,
জীবন মৃত্যুর মাঝে সুদুর্লঙ্ঘ্য চির-ব্যবধান
চরণে মথিত।
অব্যাহত চিন্তা তার মুক্তপক্ষে আলোড়িয়া চলে
গ্রহ-গ্রহান্তর
নিখিলের মর্ম্মকোষে, সৃষ্টিচক্র যার অন্তস্তলে
ঘূর্ণে নিরন্তর।
সসম্ভ্রমে গ্রহতারা তার যোগ্য সম্বর্দ্ধনা তরে
রচে ছায়াপথ,
ভ্রমি ফিরে সিন্ধুগর্ভে অন্ধকার ধরার জঠরে
তার জয়রথ।
জাগ্রত মানব আজি কহিতেছে সমুদ্ধতশির,—
আসিয়াছি আমি,
অপূর্ব্ব রহস্যময়ী লীলামূর্ত্তি বিশ্বপ্রকৃতির,
আমি তব স্বামী !
তাহার বিহার-ভূমি আজি স্থান-কালের অঙ্গনে
আদি-অন্তহারা,

তার বক্ষ-স্পন্দনের ছন্দ সনে মিলায়ে চরণ
নাচে গ্রহতারা।
ঘূর্ণ্যমান ঋতুচক্রে নিত্য নব বিচিত্র সঙ্গীতে
যে রাগিণী বাজে,
বিচিত্র মূর্চ্ছনা তার ধ্বনিতেছে বিচিত্র ভঙ্গীতে
তার মর্ম্মমাঝে।
সত্য সনে চিত্ত তার করিয়াছে দৃষ্টি-বিনিময়
প্রতিভা-আলোকে,
আত্মা সনে প্রকৃতির হইয়াছে শুভ পরিণয়
অতিন্দ্রিয় লোকে।
যাবে প্রাণ, প্রাণধারা তরঙ্গিবে নিত্য অব্যাহত
বিরাম-বিহীন,
মরিবে মানুষ, কিন্তু মানবতা অমর শাশ্বত
রবে চিরদিন।
কে তুমি দেবতা হেন ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান,
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
দুর্নিবার কালস্রোত সংহরিয়া, আবার উজান
চাহ বহাইতে ?
ব্যর্থ তব দেবমায়া বিমোহিত মানবের মন
রচি ইন্দ্রজাল,
আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার মিলায় যেমন,
শেষ তব কাল !

ভক্তগণ, মৌন কেন, কোথা তব প্রভু ভগবান
বরাভয়-দাতা ?
সমস্বরে সবে মিলি আর্ত্তকণ্ঠে করহ আহ্বান !
তোমার বিধাতা
মূর্চ্ছিত না তন্দ্রাহত ? সেবকের করুণ ক্রন্দনে
কেন উদাসীন ?
কল্পান্ত প্রলয়জলে বটপত্রে অনন্ত শয়নে
হইল কি লীন ?
ব্যথিতের তপ্তশ্বাসে শুকাল কি প্রেম-প্রস্রবণ
দয়াময়-বুকে,
নতুবা কি হেতু হেন নিরুত্তর বধির-শ্রবণ
নিষ্ঠুর কৌতুকে ?
ঊর্দ্ধমুখ যুক্তকরে তারস্বরে যত পার ডাক
অনুরাগভরে,
শিথিল তুষারস্নিগ্ধ হিমদেহ শিহরিবে না'ক
বারেকের তরে !
মোহান্ধ স্তাবক হায়, এখনো কি খুলিবে না আঁখি
দিনের আলোকে,
এখনো কি প্রাণপণে চিত্তকোণে রবে চক্ষু ঢাকি
মাদকের ঝোঁকে ?
রাজার মুকুট দণ্ড অতীতের কর্ম্মনাশা নীরে
দিয়া বিসর্জ্জন

২

দেবতা গিয়াছে চলি, কারে পূজ আঁধার মন্দিরে
মুদিয়া নয়ন ?
উল্লসিতা ধরণীর দ্রুততর পক্ষের স্বননে
বাজিতেছে গান—
জয় নব অধীশ্বর বসুধার রাজসিংহাসনে,
নব ভগবান !

তুমি আর আমি

(A. E.র 'Affinity' কবিতার অনুবাদ)

তুমি আর আমি পেয়েছি খুঁজিয়া
যে গূঢ় গোপন পথ,
সেই পথ বাহি চলিবে অবাধে
মোদের মিলন-রথ ;
নিখিল বিশ্ব নিমেষ-বিহীন
নয়নে রহিবে চেয়ে,
তবু জানিবে না মোরা দোঁহে মিলি
কোন্ সে শরণী বেয়ে !

তুমি আর আমি বুঝিয়াছি ওই
মহাব্যোম দুরারোহ,

রচিয়াছে যেই মহা-ব্যবধান
সে কেবল মায়া মোহ ;
যোজন-বিথার-মায়া-মরীচিকা
লঙ্ঘিয়া ক্ষণে ক্ষণ
তুমি আমি দোঁহে পাই দোঁহাকার
অধরের পরশন।

তুমি আর আমি হাসিয়া উড়াই
যোজনের ব্যবধান,
হৃদয়ে হৃদয় করি অনুভব,
প্রাণ দিয়ে বুঝি প্রাণ ;
দুজনার মাঝে হয়তো সাগর
ব্যবধান রচিয়াছে,
কিন্তু তাহার গোপন সত্তা
অজানা মোদের কাছে।

তুমি আর আমি জীবনের পথে
গিয়েছি উজান বেয়ে
অতীতের বুকে, যেথায় মোদের
গত সুখ আছে ছেয়ে—
যেথায় মোদের অতীত দিনের
যত ভালবাসা-বাসি,

তুমি আর আমি দেখেছি সেথায়
সেই প্রেম অবিনাশী।

তুমি আর আমি জেনেছি ধরার
অনাবিল শৈশবে
শিশুবুকে তার যে সুখ-স্বর্গ
একদা জন্ম লভে,
পূত ছবি তার আজিও বিরাজে
নরনারী-বুকে বুকে,
তাই কাল-ভয় তুমি আমি জয়
করেছি সকৌতুকে।

তুমি আর আমি জানি চুম্বন
অমর অতনু, তাই
প্রবাদ-বিদিত কাল দ্রুতগতি
হাসিয়া মোরা উড়াই ;
প্রথম অধর-মিলন-লগ্নে
হৃদয়ের স্পন্দনে
যে গান বাজিল, মূর্চ্ছনা তার
আজিও মর্ম্মে রণে।

দ্বীপান্তরের বন্দী

(Byron-এর 'Prisoner of Chilone' কবিতা অবলম্বনে)

মোর কৃষ্ণ কেশ
ধরিয়াছে আজি এই শুভ্র শুক্ল বেশ—
সে কি কোন নাটকীয় চরিত্রের প্রায়
এক দুঃখ-রজনীর ক্লিষ্ট ভাবনায় ?
নহে তাহা নহে !
ন্যুব্জ দেহভার আজ ঋজু নাহি রহে,
সেও নহে
কর্ম্মক্লান্তিভারে।
রুদ্ধ কারাপ্রকোষ্ঠের বদ্ধ অন্ধকারে
জীর্ণ করিয়াছে মোরে অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ অবসাদ
অবরুদ্ধ জীবনের। মোর অপরাধ—
আমি বাসিয়াছি ভালো
জল বায়ু আলো—
অকুণ্ঠিত আশীর্ব্বাদ বিশ্ববিধাতার
মর্ত্ত্য-মানবের লাগি। শক্তি যদি তার
দুর্নিবার লুব্ধ দুরাশায়
চাহিয়াছে তায়
করিবারে অধিকার,

বঞ্চিতেরে কহিয়াছি ডাকি,—বন্ধুগণ, কোরো না স্বীকার
দাম্ভিকের এই দাবি ;
বিশ্বপ্লাবী
আলো জল বায়ু
দর্পিতের যথা পরমায়ু,
তেমনি সবার। তব জন্মগত অধিকার হতে
যে জন বঞ্চনা করে, স্বচ্ছন্দ এ বিশ্বসৃষ্টি-স্রোতে
আবর্ত্ত রচনা করি
শক্তিভার-বিপর্য্যস্ত আপনার অস্তিত্বের তরী
ডুবাতে সে চাহে
বিস্মৃতির কৃষ্ণ অবগাহে।

পথভ্রান্ত সৌরকররেখা
ক্ষুদ্র এক রন্ধ্রপথে পশিয়াছে একা
অন্ধকার কারাকক্ষে। সিক্ত শিলা 'পরি
আলেয়ার মূর্ত্তি ধরি
জ্বলিতেছে দিনের আলোক।
মনে হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন কোন্ মায়ালোক
মোদের আবাসভূমি ;
পদতলে চুমি
তরঙ্গ-আকুল সিন্ধু উদ্দাম প্রবাহে
ছুটিতেছে নিশিদিন, রুদ্রকণ্ঠে গাহে

উদাত্ত ভৈরব-রাগে সতেজ স্বাধীন
মুক্ত জীবনের গান। কভু কোন দিন
ঝটিকা উঠিলে মাতি,
লভি সাথী
অশান্ত অর্ণব আসে মহোল্লাসে উল্লঙ্ঘিয়া তীর।
কারাগৃহ পাষাণ-প্রাচীর
ছুঃসহ সে ঘাতবেগে কাঁপে থরথর ;
দ্বীপ হতে বুঝি দ্বীপান্তর
দোলে ঘন তরঙ্গ-দোলায়
মজ্জমান জীর্ণ তরীপ্রায়।
ভাবি মনে, বন্দীসহ পাপ বন্দীশালা—
আজীবন বন্ধনের ছুর্ব্বিষহ জ্বালা—
এখনি গ্রাসিবে বুঝি সিন্ধু সর্ব্বনাশা ;
কিন্তু বৃথা আশা !

দৃঢ় স্তম্ভ-সারি
রয়েছে দাঁড়ায়ে যেন নরকের মূর্ত্তিমান দ্বারী।
তিন স্তম্ভে তিনজন নিত্য-সহচর
জীবনের তীর্থপথে বন্ধন-জর্জ্জর।
অতি কাছাকাছি মোরা, তবু অতি দূর,
স্বতন্ত্র শৃঙ্খলতলে বন্ধনবিধুর।
অস্ফুট আলোকে

প্রতি মুখ মনে হয় প্রতিজন-চোখে
অচেনা অদৃষ্টপূর্ব্ব। প্রতি কণ্ঠস্বর
মনে হয় যেন কোন্ দূর-দূরান্তর
হইতে ভাসিয়া আসে সান্ত্বনা বহিয়া।
এক কথা, এক গাথা বার বার কহিয়া কহিয়া
হইয়াছে প্রাণহীন, যেন তার নাই কোন মানে,
পুলক আনিত যাহা আজ তাহা পরশ না হানে।
হয়তো কল্পনা, কিন্তু তবু মনে হয়—
আমাদের কণ্ঠস্বর যেন আর আমাদের নয়।

মোরা তিনজন, আমি তাহাদের মাঝে
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমারে কি সাজে
নীরব ক্রন্দন এই বন্ধন-ব্যথায় ?
হাসিমুখে গল্পে গানে গাথায় কথায়
সান্ত্বনা বিতরি তাই নিত্য নিশিদিন।
কনিষ্ঠ সতীর্থ মোর তরুণ নবীন
কিশোর কন্দর্পসম।
দীপ্ত মনোরম
প্রশান্ত সে প্রতিচ্ছবি নহে এই ধরার ধূলির।
বয়ানের প্রতি রেখা—অপার্থিব নিপুণ তুলির
যেন তাহা রেখাঙ্কন।
আনত নয়ন

শরতের সুনির্ম্মল সুনীল আকাশে
আলোসম হাসে।
(হাসিত যেমন আগে।
মনে নাহি জাগে,
কত বর্ষ কত যুগ সে আলো সে হাসি
উঠে নি উদ্ভাসি
আঁখি-তারকায় মম !)
সে যেন নন্দন ছাড়ি মুক্তপক্ষ স্বপ্ন-বিহঙ্গম
পথ ভুলি আসি ধরাতলে
পাষাণ-পিঞ্জরে বদ্ধ প্রাণহীন ব্যাধের কবলে।
দেখিয়াছি মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ তার নয়ন নীলিম
বেদনা অপরিসীম
ছাইয়াছে অশ্রুবাষ্পে ; কিন্তু সেই তপ্ত আঁখিজল
নহে নিজ বেদনা-বিহ্বল।
নির্যাতিত নিপীড়িত নিত্য অসহায়
কাঁদে যারা নিশিদিন দুঃসহ ব্যথায়,
এই অশ্রুধার
সকল সন্তাপ 'পরে বিশ্ববসুধার
ব্যথাদীর্ণ অন্তরের ভোগবতী শীতল প্রবাহ
জুড়াইতে দুঃখদৈন্য-দাহ।

আর জন
তেজোদৃপ্ত যেন হুতাশন !
অগ্নিগর্ভ অন্তরের লেলিহান শিখা
রুদ্ধ কারাপ্রকোষ্ঠের অন্ধ যবনিকা
পারে নি করিতে ম্লান ;
দীপ্ত দু নয়ান
সে শিখায় সমুজ্জ্বল সদা।
সহসা একদা
করি পণ
অনশন-
ব্রত নিল বরি।
উঠিনু শিহরি
শুনিয়া ব্রতের কথা।
কিন্তু হায়, এই কাতরতা
তার কাছে কেমনে নিবেদি—
একদা যে মহাশক্তি বাধাবন্ধ ছেদি
ছুটেছিল আবর্ত্তিয়া উচ্ছ্বসিয়া প্রলয়প্লাবনে
ডুবাইতে রাজা রাজ্য রাজসিংহাসনে !
সে কি শুধু হারাইতে ধারা
ফল্গুপারা
শাসনের শুষ্ক বালুস্তরে ?
অপমান অত্যাচার অক্ষমের তরে,

ক্লীব তাহা সহে।
লাঞ্ছনা ভীরুর ভোগ্য, বীরভোগ্য নহে।

ধীরে অতি ধীরে
জীবনের দুটি তীর ঘিরে
কালের করাল ছায়া লাগিল নামিতে।
ধ্রুব আবির্ভাব তার জানে না থামিতে
মধ্যপথে।
স্নিগ্ধ এক প্রভাতের দ্যুতিমান দিব্য হেমরথে
আত্মা তার করিল পয়াণ।
অদূরে শয়ান
মরণ-আহত ওই হিম দেহখানি
ইচ্ছা হ'ল টানি
সবলে চাপিয়া ধরি তপ্ত বুকে মোর।
লৌহডোর
আকর্ষিনু প্রাণপণ বলে,
ভাবিনু শৃঙ্খল বুঝি দ্বিধা হয়ে লুটে পদতলে।
অটুট নিগড় তবু বিজড়িত মণিবন্ধ ঘিরে,
শৃঙ্খল-ঝনন্ শব্দ স্তব্ধ কক্ষে ব্যঙ্গ করি ফিরে।

রক্ষীদল শবলুব্ধ পক্ষীদলসম
নৃশংস নির্ম্মম

দাঁড়াইল ঘিরি শবদেহ।
উদ্‌ঘাটিয়া কেহ
পাষাণ-প্রাঙ্গণতল বিরচিল গভীর সমাধি।
অন্তিম শয়ন হেরি আর্ত্তস্বরে কহিলাম কাঁদি,—
বন্ধুগণ, রুদ্ধ এই অন্ধতম কারাকক্ষ হতে
লইয়া এ বীর-দেহ মুক্তবায়ু আলোকের স্রোতে
করহ রক্ষণ—মোর এই অনুযোগ ;
প্রাণ যার পেল না আস্বাদ, দেহ তাহা করুক সম্ভোগ।
শুনি মোর বাণী
বিদ্রূপের বক্রহাসি হানি
নিক্ষেপিল শবদেহ সমাধির অতল গহ্বরে।
আচ্ছাদন শিলাখণ্ড 'পরে
লুটাইল শ্রান্তিভারে দুর্দ্দিনের নিত্য-সহচর
বন্ধন-শৃঙ্খলখনি—বিয়োগের বেদনা-জর্জ্জর।

পুষ্প সুকুমার
সহে ঝঞ্ঝা-ঝটিকা-প্রহার,
করকা-বর্ষণ-ধারা শির পাতি ধরে ;
কিন্তু হায় ঝরে
নিদাঘের তপ্তশ্বাসে বিশীর্ণ শিথিল।
নির্ব্বাসন নিপীড়ন সহি তিল তিল
যে অম্লান নন্দন-মন্দার

নিত্য-অন্ধকার
কারাগৃহ-কূপে
বর্ণে গন্ধে রূপে
রচিত ত্রিদিব-মায়া,
সেই কম-কায়া
অসহ সন্তাপ-দাহে দিন হতে দিন
শীর্ণ শোভাহীন
জীবনের বৃন্ত 'পরে পড়িল ঢলিয়া।
দেখিয়াছি কত প্রাণ সুখে দুঃখে নিবিয়া জ্বলিয়া
মিলাইতে মরণ-তিমিরে,
দেখিয়াছি সমুদ্বেল মৃত্যু-সিন্ধুতীরে
ব্যথাহত জীবনের প্রাণান্ত সংগ্রাম
আসন্ন মরণ সাথে; কিন্তু হায়, হেন অবিরাম
অব্যাহত অগ্রগতি দেখি নাই কভু মরণের,
প্রতিক্ষণে স্পষ্টতর—ধ্রুব ধ্বনি তার চরণের
শুনি নাই কভু।
কিন্তু তবু
অতি অসহায়
মর্ত্ত্যবাসীপ্রায়
হেরিলাম বসি,
পূর্ণিমার শশী
অস্ত যেতে রাহুর কবলে

কলায় কলায় প্রতি পলে অনুপলে।
নিবেছে নয়ন হতে রবি শশী তারকার আলো,
জীবন-আনন্দ-দীপ—তাও বুঝি আঁধারে মিলালো।

লীয়মান নিশ্বাসের ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ধ্বনি
শুনি মনে গণি,
মন্দস্রোত প্রাণধারী বন্ধ হ'ল বুঝি!
ভয়ে চক্ষু বুজি
সর্ব্বদেহ হতে মন আহরণ করি
উন্মুখ শ্রবণদ্বারে বসাই প্রহরী।
একদিন
অতি সূক্ষ্ম সূত্রসম ক্ষীণ
জীবন-প্রবাহ-শব্দ ধীরে অতি ধীরে
স্তব্ধতার মহাসিন্ধুতীরে
লুটাইল মৌন মূর্চ্ছাহত।
উন্মাদের মত
প্রগল্‌ভ প্রলাপ-কণ্ঠে গরজি উঠিয়া
শৃঙ্খলে দিলেম টান, পড়িল লুটিয়া
পদপ্রান্তে মোর
ছিন্ন লৌহডোর।
নিরাশার নিবিড় আঁধার
কারাগৃহ অন্ধকার

করিল নিবিড়তর।
অনুমানে করিয়া নির্ভর
ধাইনু স্তম্ভের পানে।
অনাবৃত কঠিন পাষাণে
লুণ্ঠিত সে হিমদেহখানি
ক্ষিপ্ত সম টানি
ধরিনু তুষারস্নিগ্ধ মোর হিয়া 'পরে।
কি ঘটিল অতঃপর মনে নাহি পড়ে।
নিশার দুঃস্বপ্নসম শুধু মনে জাগে,
চকিতে বিমূঢ় মম চেতনার আগে
তুলিল ধূসর এক পাণ্ডু যবনিকা;
কক্ষচ্যুত লক্ষ নীহারিকা
সঞ্চারিল ঘিরি চারিধার।
দিন রাত্রি আলোক আঁধার
কিছু নাই; নাই বায়ু কালের প্রবাহ,
শিথিল শীতল এক শূন্যতার স্থির অবগাহ
আমারে করিছে গ্রাস।
স্তিমিত নিশ্বাস
নহে তাহা জীবিতের, মৃতেরো সে নয়।
বিশ্ব মনে হয়
আদিহীন অন্তহীন গতিহীন শূন্যতার মাঝে
নিশ্চল বিরাজে।

না আসে স্মরণে
অর্দ্ধ-তন্দ্রা অর্দ্ধ-জাগরণে
কতক্ষণ গিয়াছে রহিয়া।
জাগিনু যখন, শুনি রহিয়া রহিয়া
দূরাগত বাঁশরীর সম
মুগ্ধ মনোরম
বিহগ-কাকলী-কণ্ঠ আসিতেছি ভাসি।
সে সুরমূর্চ্ছনা সাথে ধীরে ধীরে উঠিল উদ্ভাসি
অবলুপ্ত চেতনার আলো,
শূন্যতার মায়ামোহ শূন্যতায় পলকে মিলালো।
চেয়ে দেখি, চারিধারে তুলিয়াছে শির
কারাগৃহ পাষাণ-প্রাচীর ;
সেই ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ ধরি
পশিছে তেমনি করি
রবিরশ্মিরেখা,
যেমন পশিত আগে। ও কি যায় দেখা
অন্ধকার রন্ধ্রমুখে !
ভগবান, কেন এই নিষ্ঠুর কৌতুকে
ছলনা করিছ মোরে ?
অচেতন মোহতন্দ্রা-ঘোরে
হেরিনু যে সুখ-স্বপ্ন, জাগরণে কেন তাহা রয়—
স্বপ্ন-শ্রুত সে সঙ্গীত তবে কি গো মিথ্যা স্বপ্ন নয় ?

কূজিয়া কাকলীকণ্ঠে কহ বিহঙ্গম,
কোন্ সুখ-স্বর্গ হতে দেবদূতসম
আসিলে ধরায় নামি !
মৃত্যু-মোহে আমি
অচেতন ছিলাম ঘুমায়ে ;
সুরের সোনার কাঠি শিয়রে ছোঁয়ায়ে
কেন মোর ভাঙ্গাইলে ঘুম
নীরব নিঝুম
নিঃসঙ্গ এ কারাগৃহে জাগিবার তরে ?
বন্ধুহীন অন্ধ-কারা-ঘরে
অনাহূত এ মোর অতিথি,
জানি তব গীতি
নাশিবে নিঃসঙ্গ ক্লেশ নিরানন্দ বন্দী-জীবনের ;
তবু এ ক্ষণের
অকিঞ্চন আত্মসুখ লাগি
নাহি মাগি
তোমার বন্ধন ;
নিরন্ধ্র নিরয় কোথা, কোথা নিত্য পুষ্পিত নন্দন !
ভাবি কভু মনে,
অবিচ্ছেদ্য প্রণয়ের প্রিয় আকর্ষণে
বন্ধু মোর আসিল কি ফিরে
স্নেহের সান্ত্বনা বহি সন্তপ্ত এ কারাগৃহ-নীড়ে ?

পুনঃ মনে হয়,
নয়, কভু নয়।
সে যদি আসিত তবে যাইত না চলি
অবহেলে আশাহত ভগ্ন বুক দলি—
শরতের শূন্যগর্ভ শুভ্র স্বচ্ছ মেঘখণ্ড হায়
যথা আসে যায়
অলস মন্থর পদে সুনির্ম্মল গগন-অঙ্গনে
নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে।

নিখিল সৃষ্টির মাঝে মানবের মন
বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন।
যে নির্ম্মম নৃশংস প্রহরী
দেখিয়াছে বর্ষ বর্ষ ধরি
অসহায় কত শত প্রাণ
যাতনার যূপকাষ্ঠে তিলে তিলে দিল আত্মদান ;
দেখিয়াছে নিত্য নিত্য চিত্ত অবিচল
ব্যথাক্ষিপ্ত উন্মাদের হাসি-অশ্রু-প্রলাপ-বিহ্বল ;
সেই তারা, হেরি মোর দশা,
অঙ্গ হতে খসা
ছিন্ন সে শৃঙ্খলভার আর বার নাহি দিল তুলি
শোকক্লিষ্ট অঙ্গে মোর। সারা প্রাণ উঠিল আকুলি
আশাতীত সে মুক্তির অমৃত আস্বাদে।

প্রাণ যার কাঁদে
দিবালোক দেখিবার তরে,
পিঞ্জরের শিলা-বক্ষোপরে
বিক্ষেপিয়া যথেচ্ছ-চরণ
চিত্ত যার চাহে বিচরণ,
সে অভাগা ঠাঁই
মুক্তি ও মোচন মাঝে কোনো ভেদ নাই।

শিশু যথা চলিবার প্রথম উদ্যমে
অকারণে অবিরাম ভ্রমে
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন—
ভ্রাম্যমান যেন বেহুইন ;
আমিও তেমনি
স্তব্ধ কক্ষে তুলি প্রতিধ্বনি
চলি আর চলি
প্রতি শিলা শতবার পদতলে দলি ;
শতবার স্তম্ভ পরিক্রমি
লক্ষ্যহীন কক্ষমাঝে ভ্রমি।
ঊর্দ্ধ্বে এক ক্ষুদ্র বাতায়ন
অতিক্রমি একদিন তারপরে লভিয়া আসন
চাহিনু বাহির পানে,
বিস্মিত নয়ানে

বিশ্বছবি ভাতিল পলকে।
আজো হেরি সৌরকর ঝলকে ঝলকে
নাচিছে তরঙ্গশীর্ষে তেমনি করিয়া ;
তেমনি ফুটিছে ফুল, জীর্ণ পত্র পড়িছে ঝরিয়া।
দূরে ভায় দ্বীপান্তর শ্যাম মনোরম
সাগর-উত্থিত সেই স্বপ্নপুরী-সম।
চেয়ে দেখি ঊর্দ্ধপানে,—তেমনি অম্বরে
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম ধায় বেগভরে।
তেমনি সাগরজলে ভাসিতেছে তরী,
বেলাভূমে লীলাভরে লুটিছে লহরী।
স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবনের ধারা
তেমনি বহিছে আজো বাধা-বন্ধ-হারা।
যেমন যা ছিল আগে আজো আছে সেই,
শুধু আমি ছিনু যাহা আজ তাহা নেই।
নাই সেই যৌবনের স্বাস্থ্য-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল দেহ,
নাই স্নেহপ্রীতিভরা মধুময় গেহ,
যার স্নিগ্ধ ছায়
জুড়াইব তাপদগ্ধ প্রাণ মন কায়,
মুক্তি আজ মোর কাছে মুক্তি নহে আর ;
ক্ষুদ্র এই কারা হতে সুবিস্তীর্ণ বিশ্ব-কারাগার—
সেথা মোর চিরনির্ব্বাসন।
তার চেয়ে এই ভাল,—সহ্য এই শিথিল শাসন

অভ্যস্ত এই বন্ধনের জ্বালা,
চিরপরিচিত এই ক্ষুদ্র বন্দীশালা।

জানি না সে কত যুগ, বর্ষ মাস কত
হইয়াছে গত।
নাই নিত্য অন্ধকারে ক্ষীণতম আলোক-সম্পাত,
নাই আশা-নিরাশার নিশিদিন নিয়ত সংঘাত,
সায়াহ্ন সকাল
দেখি বসি ঊর্ণনাভ গৃহকোণে রচিতেছে জাল ;
নিঃশঙ্ক মূষিকদল মোরে করি হেলা
খেলিতেছে লুকোচুরি-খেলা।
হেলায় দলিতে পারি কীটসম যায়,
কী আশ্চর্য্য ! তারি সনে মধু মমতায়
একত্র বসতি মোর নিত্য নিশিদিন
হিংসা-দ্বেষ-ভীতিলেশহীন
সুহৃদের স্মৃতিপূত আশ্রম-কুটিরে
অন্ধতম তমসার তীরে।
রুদ্ধদ্বার একদিন ত্রস্তে গেল খসি ;
রক্ষী এক কক্ষমাঝে পশি
জানাইল মুক্তির বারতা।
আচম্বিতে অসহায় আর্ত্ত কাতরতা
বিমূঢ় করিল মোরে। সশঙ্ক বিষাদে

কহিলাম,—মুক্তি মোর ? কেন কেন, কোন্ অপরাধে ?
মুক্তি নাহি চাই,
কোথা যাব, বিশ্বমাঝে কোথা মোর ঠাঁই ?
সহসা ব্রতের কথা হইল স্মরণ ;
সর্ব্ব দেহ মন
ধিক্কারে উঠিল ভরি।
পরিহরি
স্বার্থসুখ বিভব বিলাস
করিনু কি অভিলাষ
তিলে তিলে হীন এ মরণ ?
জীবনের যাত্রাপথে ছায়াসম সহচরগণ
যে ব্রতের বেদীতলে দিল আত্মদান,
হয়েছে কি উদ্‌যাপিত সে ব্রত মহান্ ?
মৃত্যুমোহ অবসাদ মম
শতছিন্ন জীর্ণ বাসসম
নিমেষে চরণপ্রান্তে পড়িল লুটিয়া।
ত্বরায় ছুটিয়া
বাহিরিনু অন্ধকার কারাকক্ষ হতে
মুক্তবায়ু আলোকের স্রোতে।
পরিত্যক্ত শৃঙ্খলের মায়া মনোরম
অতিকায় যেন ভুজঙ্গম
পশ্চাতে টানিছে মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে ;
সম্মুখে আহ্বান কার সিন্ধুপার হতে ভাসি আসে !

জীবন-নীতি

(Swinburne-এর 'Anima Anceps' কবিতা অবলম্বনে)

মরণ হরিল যদি
প্রাণের পুতুল হায়,
বলিবার ছিল যাহা
শেষ যদি সমুদায়,
তবে আর কেন মিছে
কথা কওয়া, গান গাওয়া,
যে জন চলিয়া গেছে
কেন তারে ফিরে চাওয়া ?
বারেক শুকায় যদি
নদীর উৎসমূল
বহে কি তটিনী আর
গেয়ে গান কুলকুল ?
জীবনের পরপারে
একবার গেলে চলি
হাসি অশ্রু জগতের
চিরতরে পায়ে দলি,
তাহার ধরার মাঝে
লোকান্তর ব্যবধান,

অপার সময়-সিন্ধু
মাঝখানে বহমান।
ধরণীর প্রেম প্রীতি
হাহাকার ক্ষীণস্বর
ধরায় মূরছি পড়ে
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর

আজিকার দুখে যদি
কালিকার সুখ ম্লান,
জীবনের ঋণ যদি
মরণেতে প্রতিদান,
মরণেই নহে যদি
অবসান জীবনের,
বেদনা-আহত-প্রাণ
জেগে যদি উঠে ফের,
কেন তবে আজীবন
আনমনে দিনরাত
বৃথা এই হা-হুতাশ
দীর্ঘশ্বাস অশ্রুপাত ?
অকারণ কেন এই
অনশন অনিদ্রায়

জীবন যাপন করা
জীবনেই মৃতপ্রায় ?
স্বপনে ও জাগরণে
যত কর হাহাকার,
মরণ-আঁধারে তবু
ডুবে যাবে যা যাবার।

একদা ভাঙ্গিবে যদি
কালের করাল কর
মোদের বাসের এই
ধরার তাসের ঘর,
কেন তবে ব'সে ব'সে
জীবনের কাল গোণা,
গত সুখ-দুখ নিয়ে
স্মরণের জাল বোনা ?
নিশিদিন আশা-ভয়ে
অন্তর ধুক ধুক,
তার চেয়ে ঢের ভাল
ক্ষণিকের হাসিটুক।
সুখের শিহরসম
দুঃখের দহনের

বিরাম বিরতি আছে,
আছে শেষ সহনের ;
অস্থায়ী জীবনের
ক্রন্দন ও হাস্য,
অক্ষম সংহিতা
বেদ-গীতা-ভাষ্য ।
পদতলে পৃথ্বীর
আছে কোথা তল কি—
গভীর এ গবেষণা
বিচারিয়া ফল কি ?
বিফল বিচারবিধি,
বিফল বিতর্ক,
তুমি মধুকর, এই
ধরা মধুপর্ক ।

নীরব প্রেম

(Oscar Wildeএর 'Silentium Amoris' কবিতার অনুবাদ)

জ্যোতিষ্মান্ তপনের আকস্মিক আবির্ভাবে যথা
বিবর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ যাত্রাপথে থমকি দাঁড়ায়,
সরমে শ্রীহীন তনু অন্ধকারে মিলাইতে চায়,
চকিত চকোর-কণ্ঠে থামে গান, স্তব্ধ হয় কথা :
তেমনি ও রূপ তব নিরখিলে নয়নের আগে
অধরে সরে না বাণী, কণ্ঠে মোর গান নাহি জাগে।

প্রভাত-সমীর যথা পার হয়ে কানন কান্তার
নিভৃত পল্লীর প্রান্তে পরিচিত বেণুবনে আসি,—
প্রত্যহ প্রভাতী সুরে যে বেণুতে বাজাইত বাঁশী,
অসহ চুম্বনে কভু চূর্ণ করে সে বাঁশরী তার ;
দুঃসহ আপন বেগে সমুদ্বেল প্রেম মোর তথা
মৌন রহে মোহবশে, মুখে তার নাহি সরে কথা।

বোঝ নি কি আজো তুমি নয়নের নীরব ভাষায়
প্রেম মোর মৌন কেন, বাঁশী কেন নাহি গাহে গান ?
না যদি বুঝিয়া থাক, হেথা তবে হোক অবসান
আমাদের মিলনের ; তার কাছে যাও তুমি হায়,
যে তোমা তুষিবে গানে। স্মৃতি তার থাক মোর তরে
যে গান হয় নি গাওয়া, যে চুম্বন ছোঁয় নি অধরে।

স্বাধীনতা

(Shelleyর 'Liberty' কবিতার ভাব অবলম্বনে)

রুদ্রের বিষাণমন্দ্রে উঠিলে গরজি
প্রলয়ের পাঞ্চজন্য কালবৈশাখীর,
বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তি সুপ্ত জলধির
জেগে উঠে যুগান্তের জড়নিদ্রা ত্যজি।
আসন্ন প্রলয়বার্ত্তা বিঘোষে অশনি,
কন্দরে কন্দরে তার জাগে প্রতিধ্বনি।

ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ডে ঝলিলে বিজুলি
বহুদূর-দূরান্তর উদ্ভাসিয়া উঠে;
ভূকম্পনে এক স্থান যদি টুটে লুটে,
দেশ-দেশান্তর উঠে সে আঘাতে দুলি।

স্বাধীনতা, তব দিব্য দিঠির সম্মুখে
ক্ষীণপ্রভ খদ্যোতের আলোকের প্রায়
ক্ষণে ক্ষণে নিভে জ্বলে অসীম লজ্জায়
তপন-তড়িত-আলো আকাশের বুকে,
তব বেগ ভূকম্পন-গতিবেগ জিনি
দ্রুততর পদে ধায় আলোড়ি মেদিনী।

উদয়-অচল হতে রবি-রশ্মি-রেখা
বহ্নি-বাণসম ছোটে ভেদি বায়ুস্তর—
লঙ্ঘিয়া গহন গিরি সাগর দুস্তর
নিয়ে চলে প্রভাতের আমন্ত্রণলেখা।

স্বাধীনতা, তব পুণ্য উদয়-প্রভাতে
তন্দ্রালস বিশ্বে নব জাগরণ আনে—
জাতি হতে জাতি মাঝে, প্রাণ হতে প্রাণে,
নগর হইতে পল্লীকানন-সভাতে,
দিনের আলোক-ত্রস্ত ছায়াচ্ছবি-প্রায়
দাসত্ব-দস্যুতা দুই পলকে মিলায়।

আমার প্রিয়া

('God made my Love beautiful to behold' নামক
একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে)

বিধাতা গঠিল মোর প্রিয়ার প্রতিমা অপূর্ব্ব সুন্দর,
সে মোহন মুখচ্ছবি শিল্পী কভু ধেয়ানে না পায়,
কেশে তার প্রভাতের সৌরকর স্বর্ণকান্তি ভায়,
চাঁদের অমিয়া ছানি নিরমিল কম-কলেবর।
প্রেমমুগ্ধ একখানি পারিজাত-পেলব অন্তর
স্থাপিয়া হিয়ার মাঝে, মুগ্ধনেত্রে তার পানে চায় ;
ভাবে মনে ভগবান,—ব্যর্থ এই রূপসৃষ্টি হায়,
বন্দনা-সঙ্গীতে যদি কবি-কণ্ঠ না হয় মুখর।

রতিরে কহিলা ডাকি—"আন দেবী, কবি একজন,
এ রূপের জয়গানে বীণা যার উঠিবে ঝঙ্কারি !"
তাই আমি এনু হেথা, তাই আমি আদেশে তাঁহারি
শ্রদ্ধা প্রীতি পদে নিতি গানে গানে করি নিবেদন।

মিলন-তীর্থ

(Shelleyর 'Love's Philosophy' কবিতা অবলম্বনে)

নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে,
তটিনী মিশিছে সাগর সনে,
হিয়ার গোপন ভবনে পশিয়া
দখিনা পবন মিশিছে মনে ;
বিধির বিধানে একা কেহ নাই,—
এ ভুবন মহামিলন-মেলা,
মিলিবে না প্রেম মিলন-তীর্থে
শুধু আমাদেরই জীবন-ভেলা ?

শৈল-শিখর চুমিছে আকাশ,
লহরী লুটিছে লহরী-বুকে,
কুসুমের রেণু পরাগ-পিয়াসে
মিশে মধুলোভী অলির মুখে ;
রবিকর হাসি চুমিছে ধরায়,
চাঁদিনী চুমিছে সাগর-জল,
তুমি যদি মোরে না চুম, এসব
চুম্বনে তবে বল কি ফল ?

অপরূপা

(Shelleyর 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতার অনুবাদ)

কে তুমি গো অপচ্ছায়া অলক্ষ্য অদৃশ্যমান কোন্ সে শক্তির,
সতত সঞ্চরি ফির সঞ্চালিয়া লঘুপক্ষ চঞ্চল অধীর
বিচিত্র বিপুল বিশ্বমাঝে,
আমাদের অতি কাছে কাছে,
নিদাঘ-সমীর যথা পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে ফিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে অতি ধীরে ধীরে,—
কিম্বা দূর বনাচ্ছন্ন গিরি-অন্তরালে
জ্যোৎস্না যথা ঝ'রে পড়ে স্নিগ্ধ জ্যোতিজালে ?
কে তুমি চকিত চক্ষে চাহ ক্ষণে ক্ষণে
মানবের মুখে মুখে অন্তরের গোপন গহনে
সায়াহ্নের সুসমঞ্জ বর্ণচ্ছটা-প্রায়,—
অথবা তারকাকীর্ণ গগনের গায়
শুভ্র স্বচ্ছ মেঘখণ্ডসম,—
নিরস্ত সুসঙ্গীতের স্মৃতি মনোরম ;—
অথবা রহস্যমগ্ন যাহা কিছু বাঞ্ছিত সুন্দর
রহস্য-আবৃত ব'লে আরো প্রিয়—আরো প্রেয়তর ?

রূপ-ঘন লাবণ্য-প্রতিমা,
মানবের দেহ-মন-অন্তরের আদি-অন্ত-সীমা

যেখানে যখন তব সৌন্দর্য্যের স্বর্ণচ্ছটা লাগে
অমনি সে রঞ্জি উঠে অপরূপ তব বর্ণরাগে।
ক্ষণে উদ্ভাসিয়া উঠি অপার্থিব আলোক-ঝলকে
ক্ষণে কেন চ'লে যাও অন্তরালে লুকাও পলকে—
মোরা হেথা প'ড়ে থাকি শোকশীর্ণ ব্যথাদীর্ণ বসুধার 'পরে
অশ্রু-সিন্ধু-উপকূলে শুষ্ক বালুচরে ?
কেন নিত্য নির্ঝরের 'পরে
সৌরকর ইন্দ্রধনু রচনা না করে ?
সৌন্দর্য্য শুকায় কেন—কেন হয় বিশীর্ণ মলিন ?
অরুণ-আলোকদীপ্ত ধরণীর দিন
কেন হয় পরিম্লান—শঙ্কা-স্বপ্ন-জন্ম-মৃত্যু ছায়ার সম্পাতে ?
আশা-ঘৃণা-ভালবাসা-নিরাশার নিয়ত সংঘাতে
কেন সমুদ্বেল হেন মানবের মন
নিশিদিন নিত্য অনুখন ?

লোকাতীত ঊর্দ্ধলোক লঙ্ঘি সুদুস্তর
সনাতন এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর
আসে নাই কভু কোন কবি-ঋষি পাশে,
তাই 'স্বর্গ-দেবাসুর' ব্যর্থতার দীর্ঘ ইতিহাসে
নিষ্ফল নিষ্ক্রিয় মাত্র ম্রিয়মান মন্ত্ররূপে রাজে।
তাই তার উচ্চারণ আমাদের সর্ব্ব চিন্তা কাজে

নিষ্ফল প্রয়াসে চাহে চিত্ত হতে করিবারে লয়
নশ্বরতা দৈব ও সংশয়।
শুধু তব জ্যোতি অনুপম
বায়ুভরে ভেসে আসা শৈল-লক্ষ্মী কুহেলিকাসম,
কিম্বা বিনিঃসৃত কোন বীণা অনাহত
নিস্তব্ধ নিশীথরাতে দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত,
নৈশ নির্ঝরের বুকে জ্যোৎস্না যথা সুধাধারা ঢালে,
জীবনের দুঃস্বপন চকিতে রঞ্জিয়া তোলে শান্ত সত্য দীপালোক-
জালে।

আশা-প্রেম-আত্মাদর শরতের মেঘখণ্ড-প্রায়
মানবের চিদাকাশে আসে ভাসে চকিতে মিলায়।
হে নিত্য অপরিজ্ঞাতা, হে অনন্ত-শক্তিস্বরূপিণী,
সাথে লয়ে যত তব অন্তরঙ্গ সাথী ও সঙ্গিনী
মানব-অন্তরে যদি বিরচিতে চির-পীঠস্থান,
অমর হইত নর—হইত সে সর্ব্বশক্তিমান।
তুমি ফির বিশ্বমাঝে চঞ্চল অঞ্চলতলে ব্যথাদীপ ঢাকি সযতনে
শিখা তার নিভে জ্বলে প্রেমিকের নয়নে নয়নে;
তুমি ফির বিতরিয়া সঞ্জীবনী সুধা
মিটাইতে মানবের চির-চিত্তক্ষুধা;
নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপ অন্ধকার পানে যথা চেয়ে থাকে করুণ-নয়ান,
মানবের সর্ব্বচিন্তা তেমনি তোমার মাঝে মাগে অবসান।

যেয়ো না যেয়ো না চলি ছায়াময়ী, তুমি যদি যাও গো মিলায়ে
মৃত্যু হবে সত্য তথা—যথা সত্য অকরুণ মৃত্যুভীত
জীবনলীলা এ।

খুঁজিয়া ফিরেছি আমি অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি আশৈশব
জীবন-প্রভাতে
কাননে, কন্দরে, কক্ষে, নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অপ্রদীপ্ত
জনহীন রাতে,
প্রতি পাদক্ষেপে
আনন্দের শিহরণ সশঙ্ক আগ্রহভরে কাঁপিয়াছে সারাদেহ
ব্যেপে।
যে নাম স্মরিলে মনে অজানা আতঙ্কভরে শিশুদেহ সভয়ে
শিহরে
ডাকিয়াছি সেই নামে, পাই নি উত্তর তবু—দেখি নাই
বারেকের তরে।
ভাবিতে ভাবিতে মনে জীবনের পরিণাম—উলটি পালটি শত কথা
সে সদ্য জীবন-প্রাতে—সমীরে বিহঙ্গে যবে কহে শুধু
কুসুম-বারতা,
চকিতে হেরিনু তব শ্রীঅঙ্গের স্বচ্ছ ছায়াখানি,
উল্লাসে উঠিনু মাতি—বাহিরিল কণ্ঠ হতে আনন্দের
অজানিত বাণী।

সেইদিন হতে আমি লইলাম ব্রত
সকল সামর্থ্য মোর নিয়োজিব তব কার্য্যে, রাখি নি কি মোর
সে শপথ ?
আজো যদি অতীতের অতল গহ্বর হতে শৈশবের সেই
দিনগুলি
কোন ক্ষণে উদ্ঘাটিয়া তুলি,
স্পন্দন জাগে এ বক্ষে—চক্ষে বহে অশ্রু শতধারে।
কল্পনা-নিকুঞ্জে বসি কত রাত্রি রুদ্ধ পাঠাগারে,
অথবা প্রণয়স্বপ্নে, জাগিয়াছে তারা মোর সাথে।
তারা কি জানিত তবে, কোন্ এক মঙ্গল প্রভাতে
তব শুভ আবির্ভাবে যে উদয়-উষালোকে এ ধরণী উঠিবে উদ্ভাসি
অরুণ আভাস তার অধরে নয়নে মোর ক্ষণে ক্ষণে
বিকিরিত হাসি !
তাহারা জানিত কি গো প্রণয়-প্রতিমা মোর, ওগো মোর
রহস্যের রাণী,
যে ভাবনা মোর মর্ম্মে গুমরিত, একদিন তব কণ্ঠে লভিবে
সে বাণী।

মধ্যাহ্ন অতীত হ'লে—বেলা যত ফুরাইয়া আসে,
দিবসের দেহ ঘিরি প্রশান্ত গম্ভীর এক সৌন্দর্য্যের ছন্দ
পরকাশে।

শরতের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সুনীল গগনে
যে হাসি ছড়ায়ে পড়ে, হেরি তাহা হেন লয় মনে
যেন তাহা সত্য নয়—যেন তাহা কায়াহীন মায়া,
নিদাঘের দীপ্ত দাহে কোথা সেই প্রশান্তির ছায়া !

হে মোর আরাধ্যা দেবী, শৈশবের খেলাঘরে জ্বেলেছ যে
আনন্দের আলো,
শিখিয়াছি তারি হাস্যে নিজেরে করিতে ভয়, মানুষেরে
বাসিবারে ভালো ;
শিখিয়াছি সুবিস্তীর্ণ এই বিশ্বপটে
হেরিতে তোমার ছবি প্রতি ঘটে ঘটে।

জীবন-মধ্যাহ্নে খর যৌবন স্বভাব শক্তি সঞ্চারিলে যার
দেহ মনে
সায়াহ্ন সন্নিধে তার প্রশান্তি-প্রচ্ছায়তলে স্থান দাও প্রপন্ন
সে জনে।

মহানিশা

(Byronএর 'Darkness' কবিতা অবলম্বনে)

দেখিনু স্বপন
(নিশীথের নিদ্রাঘোরে নহে তাহা চিন্তার বিকার)
দিনের তপন নিঃশেষে গিয়াছে নিভি,
গ্রহতারা লক্ষ্যহারা মসীবিন্দুসম
সঞ্চরিছে অকূল তিমিরে।
অন্ধকার কক্ষপথে বসুন্ধরা শঙ্কিত চরণে
আবর্ত্তিছে আপনার মনে।
রজনী পোহায়,
নিত্য আসে যায় উষা আবরি আনন
তিমির-গুণ্ঠনতলে,
কোথাও না জ্বলে
ক্ষীণতম দিনের আলোক।
আসন্ন প্রলয়-ভয়ে বিভ্রান্ত মানব
পাশরিয়া স্বার্থদ্বন্দ্ব স্বভাব আপন
আর্ত্তকণ্ঠে সমস্বরে ফুকারিয়া কহে,
আলো—কোথা আলো ?
হেথা হোথা জ্বলিছে অনল
শ্মশানের চিতাবহ্নিসম।

দীনের তৃণের গৃহ, রাজার প্রাসাদ—
আসন মুকুট দণ্ড বিলাসের শত উপচার
আনি ভারে ভার
সে অনলে যোগায় ইন্ধন।
হোম-বহ্নি রাখিবারে চির-অনির্ব্বাণ
গ্রাম গৃহ জনপদ নগর বিপণি
ভস্মসাৎ হয় একে একে।
নিরখিতে আর বার ক্ষীণালোকে মানুষের মুখ
উন্মুখ মানবদল
দাঁড়ায়েছে ঘিরিয়া অনল
প্রেতসম নিশীথ-শ্মশানে।
ভাগ্যবান বলি মনে গণে আপনায়
বসতি যাহার
সানুদেশে আগ্নেয়-গিরির।
বনে বনে জ্বলিছে আগুন,
ধীরে ধীরে দাবানল-দাহ
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর তেজে
অন্ধকারে সশব্দে মিলায়,—
জাগে মাত্র বুকে বুকে শঙ্কাভীরু ভঙ্গুর ভরসা।
জ্বলিছে নিভিছে বহ্নি কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
নাচিতেছে শিখা তার প্রতি মুখে মুখে,
অস্পষ্ট মানবমূর্ত্তি চঞ্চল আলোকে

মনে হয় স্বপ্নদৃষ্ট রহস্যের মত।
কেহ বা শায়িত, অর্দ্ধশয়ান বা কেহ,
কেহ বসি করতলে স্থাপিয়া চিবুক
কাঁদিতেছে চাহি চাহি অনলের পানে।
কাহারো অধর-প্রান্তে উঠিয়াছে ফুটি
উন্মাদের অর্থহীন ক্ষীণ হাসিরেখা।
কেহ ছুটে ইতস্তত উদ্‌ভ্রান্তের মত,
সঞ্চিত সমিধ্‌-ভার অনলে নিক্ষেপি
চাহে কেহ উর্দ্ধপানে আলোকের আশে।
নিরখি আকাশ
গতপ্রাণ ধরণীর শবদেহ 'পরে
আচ্ছাদন-বাসসম রয়েছে আস্তৃত,
দুঃসহ হতাশাভরে ধরায় লুটায়,
দন্তে দন্তে করিয়া ঘর্ষণ
দুই করে কেশগুচ্ছ করি আকর্ষণ
আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠে অর্থহীন বীভৎস চীৎকারে!
সেই হাহাকারে
চকিত বিহঙ্গদল উড়িবার নিষ্ফল প্রয়াসে
বিভ্রান্ত বিবশ পক্ষ বারেক ঝাপটি
অসহায় ধরাতলে পড়ে লুটাইয়া।
অরণ্যের মাংসলোভী হিংস্র পশুদল
পালিত শ্বাপদসম ভয়ত্রস্ত কম্প্র কলেবরে

নিঃশব্দে দাঁড়ায় আসি মানবের মাঝে।
ক্রূর ভুজঙ্গম
সন্ত্রাসে সুরঙ্গপথে হইয়া বাহির
জনতার মাঝে আসে ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া
আতঙ্কে লুটায়ে ভূমে কুণ্ডলিত ফণা।
শঙ্কাকুল পশু পক্ষী সরীসৃপ আদি
মানবের ক্ষুধানলে দেয় আত্মাহুতি।
জিঘাংসু সংগ্রাম
ভুলেছিল এতদিন স্বভাব আপন,
আবার উঠিল জাগি ক্ষিপ্তসম ক্ষুধার তাড়নে।
রচিয়াছে অন্ধকার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মহা ব্যবধান,
প্রতি রাষ্ট্রে অবিশ্রাম চলে হানাহানি
আহার্য্য অর্জ্জন তরে রক্ত-বিনিময়ে।
নাই প্রেম স্নেহ দয়া
মানবের সুকুমার চিত্তবৃত্তিচয় ;
চক্ষে চক্ষে জাগে শুধু মৃত্যু-বিভীষিকা,
বক্ষে বক্ষে বাজে তার অমোঘ আহ্বান।
বুভুক্ষা করাল তার রক্তরথে বসি
ভয়ত্রস্ত জীবরাজ্যে খেলিছে মৃগয়া।
বিশীর্ণ কঙ্কাল অস্থি বিক্ষিপ্ত চৌদিকে ;
তারি মাঝে হেরি এক স্থানে
অনশনে শীর্ণকায় একটি কুক্কুর

বসি শবদেহ-পাশে আপন প্রভুর
রক্ষিছে যতনে তাহা লুব্ধ গ্রাস হতে
অদূরে উদ্‌গ্রীব পশু পক্ষী মানবের।
অচেতন শীর্ণ করখানি
বিশুষ্ক রসনা দিয়া ধীরে ধীরে করিছে লেহন ;
বিনিময় না লভিয়া স্নেহ-সম্ভাষণ
উচ্চারি অনুচ্চ কণ্ঠে অভিমানভরে
কভু অনুনয়, কভু অনুযোগধ্বনি,
লুটাইল প্রভুপার্শ্বে।
অনশন-ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
ক্ষীণ হতে ক্রমে ক্ষীণতর
মৌনতায় লভিল বিরাম।

বসুন্ধরা জনশূন্যপ্রায় !
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাষ্ট্র প্রভুত্ব-প্রয়াসী
আছে মাত্র ধরাপৃষ্ঠে এখনো জীবিত।
একদা উভয়ে এক দগ্ধীভূত দেউল-প্রাঙ্গণে
বিশীর্ণ কঙ্কাল-করে হাতাড়ি হাতাড়ি
কি যেন খুঁজিছে বসি ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপতলে।
দুর্ব্বল ফুৎকারে
নির্ব্বাণ-উন্মুখ শিখা ক্ষীণতর তেজে
বারেক উঠিল জ্বলি,

অস্ফুট সে ক্ষণিক আলোকে
উভয়ের অবয়বে হেরিয়া উভয়ে
বীভৎস বিকৃত চিত্র দুর্ভিক্ষ-অঙ্কিত,
সভয়ে শিহরি উঠি মুহূর্ত্তের তরে
নিঃশব্দে সম্বিতহারা পড়িল লুটিয়া।
রিক্তা বসুমতী
জনহীন, জীবহীন, লতাগুল্মবৃক্ষবিবর্জ্জিত
অচেতন মৃৎপিণ্ডসম।
সিন্ধু হ্রদ তটিনী নির্ঝর
নিশ্চল রয়েছে পড়ি প্রসারিয়া প্রাণহীন দেহ;
অচল অর্ণবযান নাবিকবিহীন
ভাসিতেছে চিত্রপ্রায় নিস্তরঙ্গ নীরে।
গগন হইতে চন্দ্র লয়েছে বিদায়
বহু পূর্ব্বে,
কার আগমনে সিন্ধু উঠিবে উল্লসি,
মূরছি পড়িবে পুনঃ কার অদর্শনে?
চির-শান্ত তাই সিন্ধু চন্দ্রহীন গগনের তলে।
দুরন্ত ঝটিকা তার লভিয়াছে জীবন্ত সমাধি
রুদ্ধস্রোত বায়ুস্তরতলে।
নভস্থল মেঘলেশহীন,
বিনা ঘন-সমাবেশ নিবিড় তিমির
ব্যাপিয়াছে আদি অন্ত বিশ্ব-চরাচর।

কল্পনা

(Keatsএর 'Fancy' কবিতা অবলম্বনে)

কল্পনা ভেসে যাক মুক্ত পক্ষভরে
আনন্দ অচপল নহে হেথা পল তরে।
পরশে হর্ষ হেথা পলকে মিলায়ে যায়
অম্বু-বিম্ব যথা বৃষ্টি-বিন্দু-ঘায়।
চিন্তাক্লান্ত পাখা ঝাপটে যেথায় লুটি
বিহরুক কল্পনা তাহার ঊর্দ্ধে উঠি।
মুক্ত করিয়া দাও মনের পিঁজর-দ্বার
বেড়াক সে ভেসে ভেসে অম্বরে অনিবার।
জীবনের যত সুখ আনন্দ হাসি খেলা
দুর্ব্বহ ক'রে তোলে দীর্ঘ নিদাঘবেলা।
বসন্ত-দিবসের আনন্দ-অবদান
শাখে না শুকাতে ফুল সন্তাপে হয় ম্লান।
শরতের শ্যামশোভা দুদিন না যেতে হায়,
সভয়ে শিহরি মরে হেমন্ত-হিম-বায়।
তারপর ?—আসে ঘিরি তুষারতুহিন হিম,
দিন মনে হয় যেন নির্জ্জীব নিঃসীম।
কুহেলি-তিমিরমাঝে তপন হারায় দিশা,
মধ্যগগন-পথে দিন সাথে মেশে নিশা।

হেন দুর্দ্দিনে এলে হেন দুর্য্যোগক্ষণ
অন্ধ গুমোটে যবে গুমরি মরিবে মন,
মূর্চ্ছিত মর্ম্মের রুদ্ধ দুয়ার ঠেলি
কল্পনা ভেসে যাক মুক্ত পক্ষ মেলি।
ধরণীর পলাতক আনন্দ শোভা হাসি
কল্পনা সনে পুনঃ ধরায় আসিবে ভাসি।
ফাগুনের ফুলশোভা, নব মেঘ বরষার,
শরতের বন-শোভা ধরা শ্যাম সরসার,
বসন্ত বরষা ও শরতের শোভা হাসি
ত্রিবেণীতে একসাথে ত্রিধারা মিলিবে আসি।
সহসা শুনিবে তুমি অবগাহি সেই স্রোতে
রাখালিয়া মেঠো স্থর ভেসে আসে দূর হতে।
বায়ুভরে বনানীর মৃদু মর্ম্মরধ্বনি,
কোকিল-কূজনগানে প্রভাতের আগমনী।
হেরিবে শুভ্র হাসি শেফালিকা-কেতকীর,
কপোত-কপোতী বসি তরুশাখে বাঁধে নীড়।
কাননে কনকচাঁপা সরসীতে শতদল,
পত্রে পর্ণে তৃণে হিমকণা ঝলমল।
ফাগুনের ফুলবনে গোলাপ-চামেলী-বেলী,
ফুলে ফুলে অলিদের অবিরাম রসকেলি।
নব নীল মেঘভার আষাঢ়-আকাশ-ছাওয়া,
কলাপীর কেকারব, দাদুরীর গান গাওয়া।

বসন্ত বরষা ও শরতের শোভা হাসি
ত্রিবেণীতে একঠাঁই ত্রিধারা মিলিবে আসি

কল্পনা ভেসে যাক মুক্ত পক্ষভরে,
লাবণ্য অচপল নহে হেথা পল তরে।
কপোল-লালিমা হেথা কোথা চির-অম্লান,
কোথা সে অধর—যার সীধু চির-মধুমান ?
আঁখিপাতে কোথা চির-সজল কাজল-মায়া,
কোথা সে আনন—যাহে গোধূলি-মলিন ছায়া:
কভু না ছড়ায়ে পড়ে, নিরখি নিরখি যারে
মুদিয়া আসে না আঁখি কভু অবসাদভারে ?
কোথা সে কণ্ঠ হেথা—স্বরে যার চিরদিন
তেমনি অমিয় ক্ষরে—বেজে ওঠে বেণুবীণ ?
পরশে হর্ষ হেথা পলকে মিলায়ে যায়
অম্বু-বিম্বসম বৃষ্টি-বিন্দু-ঘায়।
কল্পনা বিরচিবে তোমার মানস-প্রিয়া
গোপনে আপন করে স্বপন-তুলিকা দিয়া।
নবমেঘ-নীলিমায় রঞ্জিবে আঁখি দুটি,
অরুণ-আলতা হয়ে চরণে উঠিবে ফুটি।
বর্ণে শারদ শশী জোছনা অমিয় ভাতি,
নিবিড় চিকুরজালে তমোময়ী অমারাতি।

বিঁধিতে কুসুমশরে সে প্রিয় পেলব তনু
মূর্চ্ছিত মনসিজ—শিথিল পুষ্পধনু।
রহস্য-আবরণ বিজড়িত সারা গায়ে
কভু কোনদিন যদি শিহরি দখিনা বায়ে
আবেশে লুটিয়া পড়ে চরণ-প্রান্তে তার,
পলকে উঠিবে ফুটি হাসি রূপ অলকার।
কল্পনা, ধাও তবে মুক্ত পক্ষভরে
আনন্দ অচপল নহে হেথা পল তরে।

পলাতক প্রেম

(Shelleyর 'The Flight of Love' কবিতার অনুবাদ)

প্রদীপ ভাঙ্গিলে আলোক তাহার
তমসায় ফেলে গ্রাসি,
কেটে গেলে মেঘ শূন্যে মিলায়
রাঙ্গা রামধনু-হাসি।
ভাঙ্গিলে বাঁশরী সুরস্মৃতি তার
হারায় বিস্মরণে,
প্রেম পেলে ভাষা প্রণয়-কাকলী
কতকাল রহে মনে?

ভাঙ্গা দীপে আর ভগ্ন বাঁশীতে
নাই শিখা—নাই স্থর,
ভগ্ন হিয়ার স্পন্দনে কোথা
সঙ্গীত স্থমধুর ?
বিসর্জ্জনের বিষাদ-রাগিণী
বাজে সেথা অনুখন—
কপাল-রন্ধ্রে শ্মশানের বায়ু
শ্বসি যায় শন শন।

চিরজীবনের নির্ভর ভাবি
প্রেম যেথা বাঁধে নীড়
দুদিন না যেতে কীর্ত্তিনাশার
কল্লোলে ভাঙ্গে তীর ;
যেথায় জন্ম, বিহার যেখানে,
সেথায় সমাধি তার,
নীড়হারা প্রেম একা বসি তীরে
করে চির-হাহাকার।

অসীম আকাশে বায়ুবেগে ভাসা
ওরে দিশেহারা পাখী,
দুদিনের তরে কুহেলি-কুহকে
দিঠি তোর ফেলে ঢাকি,

তাই নীড় বাঁধা ;—তুদিন না যেতে
উড়ে যায় ঝড়-মুখে
খড়কুটো তার, ধরা চেয়ে রয়
নির্দ্দয় কৌতুকে।

বিপরীতের বন্দনা

(Keatsএর 'Song of Opposites' কবিতা অবলম্বনে)

সুস্বাগত হর্ষ হাসি,
সুস্বাগত তুঃখ ঘোর,
এস ভোলার ভাঙ-ধুতুরা,
বাণীর বীণা শ্বেতকমল !
তুই আমার সমান প্রিয়—
তুই সমান কাম্য মোর,
ফলুক আমার জীবনক্ষেতে
একই সাথে তুই ফসল।

দিব্য আলোয় দীপ্ত দিনে
বিষাদ-কালোলিপ্ত মুখ,
বজ্রনাদের তূর্য্য সনে
তৃপ্ত মধুর মুগ্ধ হাস,

শষ্পশ্যামল বসুন্ধরার
বক্ষতলে সর্ব্বভুক,
সুন্দরে আর বীভৎসতায়
শুভের সাথে সর্ব্বনাশ।

মূর্খ হাসি-প্রহেলিকার
ঘোমটাখানি উত্তোলি,
মূঢ়ের মুখে দার্শনিকের
তথ্য-ভরা মিথ্যা ভান,
অঙ্কলীনা কঙ্কালিকা
শিশুর ক্রীড়া-পুত্তলী,
মৃত্যুশোকের আর্ত্তনাদের
সঙ্গে শুভ শঙ্খগান।

ভোরের ভরা নৌকাডুবি
নিথর নদীর থির জলে,
কণ্টকিত শিমুল-শাখে
আলোকলতার বেষ্টনী,
সর্পশিশুর ক্রুদ্ধ ফোঁসা
সদ্যফোটা ফুলদলে,
শিবের গায়ে স্বর্ণভূষা,
উমার গলে হাড়-ফণী।

চাই মিলনের মুগ্ধ গীতি,
চাই বিরহের দুঃখগান,
কামের করে পুষ্পধনু,
হরের হাতে রুদ্রশূল,
দীর্ঘশ্বাস আর অট্টহাসি
আমার কাছে দুই সমান—
বিজ্ঞজনের বাগ্মিতা, আর
ক্ষিপ্তজনের প্রলাপ-ভুল।

দুঃখ-দীঘির কৃষ্ণ নীরে
সুখ-শতদল সন্তরে,
সেই তো শুধু স্বপ্ন আমার—
সেই তো চির-কাম্য মোর,
ইন্দ্রধনুর রঙ ধরে মোর
বাদল-ভাঙ্গা অন্তরে,
ওষ্ঠে যখন হাস্য ফোটে
চক্ষে দোলে অশ্রুলোর।

আকাশ-আস্তরণ

(Yeatsএর 'He wishes for the clothes of Heaven'
কবিতার অনুবাদ)

পাইতাম যদি কারুকাজ-করা ওই নভ-মখমল
সোনালি-রূপোলি আলোর সূতোয় টানা ও পোড়েন যার,
আধ-আলো-ছায়া কোথাও, কোথা বা আলোকেতে ঝলমল,
কোথা ঘন নীল, কোথাও বা ফিকে, কোথাও অন্ধকার ;
পাতিয়া দিতাম সে আস্তরণ তব পদতলে আনি ঃ
কিন্তু কাঙ্গাল কোথা পাবে ! তার স্বপ্নই সম্বল ;
চরণের নীচে বিছায়ে দিলাম তাই সে স্বপ্নখানি ;
ভেঙ্গো না স্বপন, লঘু ক'রে ফেল ও চরণ-শতদল ।

দীপ্ত দর্পণ

(A. E.র 'The Burning Glass' কবিতা অবলম্বনে

অন্তর-আলোক হতে বিচ্ছুরিত একটি কণিকা
নারীদেহ-দর্পণের দীপ্ত পটে পড়েছে ঠিকরি,
আমার নয়নপাতে নিপতিয়া সে আলোকশিখা
শোণিতে লাগায় নেশা, চিত্ত তোলে মত্ততায় ভরি ।

এই ভাল ; আমি রব দাঁড়াইয়া দূর ব্যবধানে ;
কাছে গেলে পাছে আলো নিভে যায়, নাহি রয় তাপ ;
সম্মুখে জ্বলিবে রূপ, রূপ-তৃষ্ণা রবে মোর প্রাণে ;
সহিব এমনি ক'রে লাবণ্যের চির-অভিশাপ ।

কোন্ জন্ম-জন্মান্তরে—জানি না সে কোন্ দূর কালে
কোন্ দীর্ঘ পথশেষে সাঙ্গ হবে মোর অভিসার,
জ্বলিছে যে হোম-বহ্নি ও প্রদীপ্ত দর্পণ-আড়ালে
নিঃশেষে আহুতি দেব সে অনলে আমারে আমার ।

রূপ-মায়া

(A. E.র 'Illusion' কবিতার অনুবাদ)

জানি না কি মোহ আছে ও অধর-পুটে,
নিবিড় চুম্বনে উহা কি জানি কি চায়,
ক্ষণে হেন মধুময়, ক্ষণে যায় টুটে
মাদকতা, রূপ-মোহ পলকে মিলায় !

দীপ্ত ওই আঁখি দুটি কুহেলি-আলোকে
নয়ন-নিকটে এলে ম্লান হয়ে আসে,

যেন কোন মায়াচ্ছন্ন দূর ছায়ালোকে
নীহারিকা হয়ে তার দিব্য বিভা হাসে।

হে সুন্দরী, যত তব রূপ-মোহপাশে
নিবিড় করিয়া চাহ বাঁধিতে আমায়,
ততই অতৃপ্ততর অসহ তিয়াষে
প্রাণ মোর তোমা ভুলি দূরান্তরে ধায়।

ভুল

(A. E.র 'Blindness' কবিতা অবলম্বনে)

নিভৃত অন্তরতলে নিরন্তর এ কি নির্জ্জনতা,
সব চিন্তা-অন্তরালে তৃপ্তিহীন এ কি কৌতূহল,
আনন্দ-আলোক-ছটা—গোধূলির প্রহেলিকা যথা
কভু মনে হয় আলো—কভু যেন আলোকের ছল!

যাহা দেখিতেছ তুমি মোর মাঝে—হয়তো তা মিছে;
তব বুকে শুনি যেন অন্য কোন হিয়ার স্পন্দন;
তোমারে চুমিতে গিয়া এ অধর কাহারে চুমিছে,
তোমারে বাঁধিতে চাহি কারে বাঁধে এ বাহু-বন্ধন!

মনে হয় মাঝে মাঝে, আমাদের মাঝখানে আসি
কে যেন হরিয়া লয় ওষ্ঠ হতে উন্মুখ চুম্বন ;
জীবনের অমানিশা-অন্ধকার চকিতে উদ্ভাসি
শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি তার ঝলসিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণ।

মোদের যুগল হিয়া মুগ্ধ হায় মিলন-পিয়াসী—
একে ধায় অন্য পানে অনুখন অন্ধ অনুরাগে,
আনন্দের কলরোলে ডুবে যায় মিলনের বাঁশী,
মিলন-মঙ্গল-গীতি বেজে উঠে বেদন-বেহাগে।

প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

(Shakespeareএর সনেট অবলম্বনে)

(১)

তোমার ও রূপে কার অধিকার—এই কথা নিয়া প্রিয়ে,
বুকে আর চোখে বেধে গেছে মোর ঘোরতর সংগ্রাম,
কেহ নাহি ছাড়ে একচুল দাবি। কাহারে অংশ দিয়ে
একজন যদি পেতে চায় তারে, আরজন হয় বাম।
বুক কহে, মণিকোঠায় আমার ধ'রে যারে রাখিলাম,
শত রবিসম দীপ্ত দৃষ্টি সাধ্য কি হেরে তায়!

চোখ কহে, মোর দুটি তারকায় যেই ছবি আঁকিলাম,
সে শুধু আমার, আর কারো নয়, কে আবার তারে চায়!
বিবাদ মেটাতে বিচার-আসনে বিবেক বসিল আসি ;
বাদী-বিবাদীর নালিশ-জবাব তার ঠাঁই হ'ল পেশ ;
রায় দিল শুনি দুজনের বাণী দুইজনে সম্ভাষি—
বুক ও চোখের অধিকারসীমা হয়ে গেল নির্দ্দেশ ঃ
চোখ পেল তব বাহিরের রূপ—সেই তার চির-আশা,
বুক পেল তব গোপন হিয়ার সুগভীর ভালবাসা।

(২)

সেই দিন হতে হইল সন্ধি বুক চোখ দুজনায় ঃ
উভয়ে বদ্ধ সমবেদনার দান আর প্রতিদানে ;
চোখ যদি দহে তব বিরহের দুঃসহ যাতনায়,
অথবা বুকের ব্যাকুল বেদনা সান্ত্বনা নাহি মানে,
কভু বা নয়ন বিরহী বক্ষে সাদরে ডাকিয়া আনে
আপনার গৃহে, দুজনায় মিলে হেরিতে তোমার ছবি ;
হৃদয় কখন ডেকে লয় চোখে আপন গোপন ধ্যানে—
সমব্যথাতুর উভয়ে তৃপ্ত তোমার সঙ্গ লভি।
তোমার আমার মাঝখানে তাই যত থাক ব্যবধান—
হয় প্রেমে, নয় প্রতিকৃতিতে—বাঁধা তুমি মোর কাছে,

যত দূরে যাও—তার চেয়ে দূরে প্রসারিত মোর ধ্যান,
ধ্যানের বাহিরে তুমি কভু নও, ধ্যান বুকে জেগে আছে ;
সে যদি ঘুমায়, হেরে তব ছবি জাগ্রত আঁখি দুটি,
আঁখি-আহ্বানে জেগে ওঠে বুক—বুকে চোখে লোটালুটি।

প্রেম

(Shakespeareএর সনেট অবলম্বনে)

বাধায় ব্যাহত মনের মিলন—এ কথা মানি না আমি ;
বাসিলে যে প্রেম দেয় ভালবাসা, না বাসিলে নাহি বাসে,
ক্ষণে ক্ষণে যাহা জোয়ারে ভাটায় দূরে যায়—কাছে আসে,
নহে তাহা প্রেম,—কপট সে লীলা প্রেমের ছদ্মনামী।
ঝঞ্ঝা-ঝাপটে প্রেম-দীপশিখা কম্পন নাহি জানে,
চিত্ত-গগনে চির-অচপল দীপ্ত সে ধ্রুবতারা,
এই সংসার-সাগরবক্ষে যে নাবিক পথহারা
স্থির জ্যোতি তার করিয়া লক্ষ্য ফেরে সে গৃহের পানে।
ওষ্ঠের রাগ, গণ্ডশোণিমা কাল সব লয় হরি,
অক্ষয় প্রেম—কালের কবলে বলি কভু সে তো নয়,
দণ্ডে ও পলে তিথিতে পক্ষে নাহি তার অপচয়,
অনির্ব্বাপিত তবু—প্রলয়ের উপকূলে উত্তরি।
এ চির-সত্য মিথ্যা কি হবে কেবল আমার বেলা,
তবে কেন আর মিছে গান গাওয়া, প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা !

বিদায়

(Shakespeareএর সনেট অবলম্বনে)

বিদায় ! তোমারে পাব মোর করি—হেন যোগ্যতা নাই,
এ নহে বিনয়, তোমার মূল্য তুমি নিজে জান বেশ ;
চির-দাসখতে আজীবন আমি বাঁধা রব তব ঠাঁই,
আমার সকল দাবি ও দখল তোমা 'পরে—নিঃশেষ।
কেমনে তোমারে ধ'রে রাখি—যদি নিজে নাহি ধরা দিলে,
ধরা দাও যদি, কোথায় রাখিব সে মহামূল্য দান ?
তুমি জান, নাই নিঃস্ব এমন মোর সম এ নিখিলে,
খারিজ আমার দাবির দলিল, অধিকার অবসান।
একদা যখন দিয়েছিলে ধরা, হয়তো বোঝ নি তবে
আপনার দাম, অথবা আমারে বুঝেছিলে তুমি ভুল,
ভুল ক'রে যাহা দেওয়া আর নেওয়া—কতকাল তাহা রবে ?
ভাঙ্গিয়াছে ভুল যদি, ঝ'রে যাক ভুলের শুকানো ফুল।
তুমি ছিলে এই কাঙ্গালের করে স্বপনের পাওয়া মণি,
ভেঙ্গে গেছে মোর সে সুখ-স্বপন, নাই ধন—নহি ধনী।

চারটি

(Vallinsএর 'Year Four' কবিতার অনুবাদ)

তিনটি পার্থিব বস্তু সবল সুন্দর ;
গত শীত, কিন্তু তবু গিরিগাত্র 'পরে
অগলিত তুষারের অস্তিত্ব ভাস্বর—
তুচ্ছ করি রবি-রশ্মি অবহেলাভরে ;

বেলা শেষ, তবু অস্ত-অচল-শিখরে
গোধূলির কম্পমান দীপালোক ক্ষীণ
প্রজ্বলিত ধরণীর নিদ্রিত শিয়রে—
অন্ধকার যতক্ষণ না হয় বিলীন ;

হিমশীর্ণ কাননের নগ্ন তরুশাখে
পুরানো একটি পাতা বিদায়-বিমুখী
প্রাণপণে আপনায় আগুলিয়া রাখে—
জীর্ণপত্র ভাসে যবে বায়ু-অভিমুখী ।

এই তিন, আরো এক সুন্দর সবল ;
জগতের শেষ সুধী—শেষ গুণীজন
তুচ্ছ করি কালখেলা, নিয়তি নিষ্ফল
পুরাতন ত্যক্ত পথে করে বিচরণ ।

খেপা খেয়াল

(Vallinsএর 'Mad Will' কবিতার অনুবাদ)

একটু যদি লক্ষ্য কর
দেখতে পাবে খেপা খেয়ালটারে,
শুনবে তাহার অট্টহাসি
ঝাউয়ের বনে কানন নদীপারে।
খেপা খেয়াল যারে দেখে
তারি পানে ব্যঙ্গভরে হাসে,
চলতে পথে হঠাৎ কভু
বৃদ্ধ যদি তাহার কাছে আসে,
খেপা খেয়াল কহে তারে,
আসছে বারে এমন দিনে হায়,
খোপা ফুলের গন্ধ মেখে
মাতাল হয়ে ফিরবে দখিণ বায়,
বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে
উঁকি দিয়ে ডাকবে তোমায় চাঁদ,
তবু তুমি জাগবে নাকো—
হা হা—ওঠে হাসির অট্টনাদ।
ফাগুন গেলে, বনে বনে
শুকিয়ে যাবে ফোটা ফুলের ডালা,

আসবে ধেয়ে কাল-বোশেখী
হাতে তাহার বজ্র-মশাল জ্বালা,
সারারাতি মেঘে মেঘে
তোমায় ডেকে বইবে বেগে ঝড়,
তবু তুমি ঘুমিয়ে রবে—
হা হা—বাজে হাসির অট্টস্বর।

হঠাৎ কভু ফাগুন-দিনে
দেখে যদি প্রেমিক-প্রেমিকায়,
খেপা খেয়াল হেসেই সারা
হাসি তাহার থামতে নাহি চায়।
ঝরা-ফুলের পাপড়িতলে
কুঞ্জবীথি পড়ে যখন ঢাকা—
আকাশ-কোলে মেঘ-বলাকা
ভাসে যবে মেলে মুক্ত পাখা,
পলকহারা চেয়ে থাকে
খেপার দুটো রক্তজবা আঁখি।
কহে আপন মনে মনে,
'আমার মত খেপল ওরা নাকি!
এই মাধবী-লীলায় ভুলে
তিলেক ওরা ভাবছে নাকি মনে,

হাসি-খেলা-ফুলের মেলা
শুকিয়ে যাবে শীতের শিহরণে !'

হঠাৎ যদি শোন কভু—
অট্টহাসি ঝাউয়ের বনে ভাসে,
সঠিক জেনো, খেপা খেয়াল
তোমায় দেখে আমায় দেখে হাসে।

দুর্লভ অধিকার

(Shakespeareএর সনেট অবলম্বনে)

অতুল ধনের অধিকার লভি যথা কোন ধনবান
পূর্ণ তাহার কোষাগার-দ্বার উদ্ঘাটি ক্ষণে ক্ষণ
হেরে না নিত্য বিপুল বিত্ত, পাছে হয় পরিম্লান
ক্বচিৎ দেখার পুলক-লেখার দুর্লভ পরশন ;
এই ধরণীর উৎসবদিন নহে তাই অগণন
কালের দীর্ঘ মরুপথে তারা দু-একটি ফোটা ফুল,
অথবা যেমন মালিকা-সুদ্ধ সূত্রের বিরচন,
তারি মাঝে মাঝে দ্যুতিমান যেন মাণিকের সমতুল
তুমি তথা এই কাঙ্গালের করে দুর্লভদ্যুতি মণি,
সঞ্চিত তুমি যতনে আমার স্মরণের ধনাগারে,

নিতি নিরখিতে উন্মুখ চিতে সংশয় তবু গণি,
বাঞ্ছিত সুখে বঞ্চিত তাই করি মোরে বারে বারে।
না দেখি যখন, মোর তুমি—এই গর্ব্বে বিভোর মন,
দেখি যবে, সেই জীবনে আমার শুভ উৎসবক্ষণ।

চির-অভিসার

(Shakespeareএর সনেট অবলম্বনে)

দিবসের পথশ্রান্ত অবসন্ন ক্লান্ত দেহভার
লুটাইয়া দিই যবে নিশীথের বিরাম-শয়নে,
চরণের পথ-চলা সাঙ্গ হ'লে, স্মরণে আমার
সুরু হয় পর্য্যটন ধেয়ানের গোপন গহনে।
বিরহের ব্যবধান উত্তরিয়া তব দরশনে
চিত্ত মোর যাত্রা করে মিলনের তীর্থপথ বাহি।
নিবিড় তমসা নামে অপলক অন্ধ দু নয়নে,
বিনিদ্র রজনী যাপি দিঠিহীন দুই চক্ষে চাহি।
দীপিয়া দেহের আঁখি, উজলিয়া তিমির-রজনী
মানস নয়নপটে ফুটি ওঠে মূরতি তোমার,
আপন বিভায় যথা দ্যুতিমান দিব্যকান্তমণি
চকিতে উদ্ভাসি তোলে যামিনীর ঘন অন্ধকার।
দিবসে নিশীথে কিম্বা দেহে মনে কোন ক্ষণে প্রিয়া,
তিলেক বিরাম নাহি—পথ বাহি তোমার লাগিয়া।

ঠগের মেলা

(নিরস্ত্রীকরণ সভার নক্‌সা)

বলীর প্রসাদপুষ্ট ব্যাঘ্রের নকিব—
জম্বুক একদা বনে হয়ে ঊর্দ্ধগ্রীব
ঘোষণা করিল উচ্চে ঃ—“পশু-পক্ষীগণ,
দুর্গত জীবের দুঃখে দ্রব-প্রাণমন
ভল্লুক, কেশরী, ষণ্ড আর খগরাজ
আর্ত্তত্রাণ মহাব্রত উদযাপনে আজ
হইবেন সম্মিলিত ; করিতে হরণ
দুর্ব্বলের দুঃখভার নিরস্ত্রীকরণ-
সভা হইবে আহূত ; আজিকার দিন
গত হ’লে, পশুপক্ষী শঙ্কালেশহীন
বিচরিবে যথা তথা।”

শুনিয়া সংবাদ
বিহঙ্গ-শ্বাপদ-সঙ্ঘ গণিল প্রমাদ।
একা ষণ্ড, খগ, কিম্বা ভল্লুক, কেশরী
দুর্দ্দম বিক্রমে বন লণ্ডভণ্ড করি
প্রলয় ঘটাতে পারে ; কি হবে কে জানে—
শক্তি চতুষ্টয় যদি মিলে এক স্থানে !
তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন গহন কাননে

সেই দিন যথাস্থানে নিরূপিত ক্ষণে
আরম্ভ হইল সভা। সর্ব্বাগ্রে কেশরী
আরোহিয়া বক্তৃতার উচ্চ মঞ্চোপরি
কহিলেন সিংহনাদে,—“জান বন্ধুগণ,
কি হেতু আহূত এই মহা সম্মেলনে?
মোরা চাই, ধরাতলে সৃজুক নন্দন
সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের নিগূঢ় বন্ধন।
মোরা চাই, ধরা হতে হোক নির্ব্বাসিত
সবল দুর্ব্বল কিম্বা শাসক শাসিত—
সর্ব্ববিধ ভেদাভেদ। কিন্তু তার তরে
মোরা সব অস্ত্র-শস্ত্র সমুদ্যত করে
করি যদি আস্ফালন, হেরি বিশ্ববাসী
হানিবে মোদের প্রতি বিদ্রূপের হাসি।
অতএব সত্য যদি করিতে নিরোধ
বাসনা-—সমর, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিরোধ,
একমাত্র সদুপায় তবে—অস্ত্রহ্রাস;
অন্যথা সকল চেষ্টা বিফল প্রয়াস।
জানি আমি বন্ধুগণ, প্রস্তাবকরূপে
সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য মোর সংযমের যূপে
আপনারে বলি দেওয়া; কিন্তু তার আগে
উদ্ঘাটিব সুধীগণ, তব পুরোভাগে
স্বাবস্থার মানচিত্র ঃ—আমি পশুরাজ,

মূক মৌন অসহায় শ্বাপদ-সমাজ
আমার রক্ষণাধীন। আজ যদি আমি
অরণ্যের সিংহাসন হতে আসি নামি
পরিহরি ছত্র-দণ্ড, চতুষ্পদকুল
আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে হইবে নির্ম্মূল।
এ হতে সমস্যা এক আরো গুরুতর
রয়েছে সম্মুখে মোর! আজ যদি নর—
সীমান্তের অধিবাসী—করে আক্রমণ
আমার কানন-রাজ্য, বল বন্ধুগণ,
সম্মুখ সমরে তারে কে তবে রোধিবে?
ছত্রভঙ্গ পশু-সৈন্যে কেবা প্রবোধিবে?
কিন্তু বৃষভের শিরে ওই যে বিরাজে
সুদৃঢ় যুগল শৃঙ্গ, উহা কোন্ কাজে,
বিনা পর-নিপীড়নে, হয় ব্যবহৃত?
অতএব বন্ধু, বৃষ হউন ত্বরিত
অতিরিক্ত অস্ত্রত্যাগে। হেন আছে কেহ,
ককুদশোভিত ওই সবিপুল দেহ
হেরিয়া না হয় ভীত? হেন কোন জন
শঙ্কিত যে নহে শুনি গভীর গর্জ্জন?”
নখর বৃষের দেহে বক্র দৃষ্টি হানি
লেলিহান রসনার লালাস্রাব টানি
নীরবিলা পশুরাজ।

ষণ্ড অতঃপর
আরোহিয়া বক্তৃতার শূন্য মঞ্চোপর
কহিলা গম্ভীর নাদে,—"সজ্জনমণ্ডলী,
যা কহিলা পশুরাজ, সানন্দে সকলি
পালিতে প্রস্তুত আমি ; কিন্তু সবিনয়ে
কহি আমি, এ বিচার সুবিচার নহে।
যদি শৃঙ্গযুগ মম দুর্ব্বল-দলনে
নিত্য নিয়োজিত, তবে কোন্ প্রয়োজনে
শাণিত নখর চঞ্চু করেন ধারণ
খগরাজ ? কেন তাঁরে না করি বারণ,
কেবল আমার 'পরে হেন দোষারোপ ?
যুগল আয়ুধ মাঝে একটির লোপ
যদি করা হয় তাঁর, আমি অবহেলে
এক শৃঙ্গ উপাড়িয়া দূরে দিব ফেলে।"
ভল্লুকপ্রবর
মন্থর চরণক্ষেপে আসি অতঃপর
আরোহিলা মঞ্চোপরি। লভিয়া আসন
আরম্ভিলা কম্বুকণ্ঠে গম্ভীর ভাষণ,—
"বন্ধুগণ, কি কহিব—বিদরে হৃদয়
আপন দুর্ভাগ্য স্মরি! বিধাতা নিদয়,
নাহি দিলা হেন কিছু—যাহার বর্জ্জনে
মহাব্রত সাধনের সৌভাগ্য অর্জ্জনে

সক্ষম হইব আমি ; উপরন্তু হায়,
চির-ব্যাধিগ্রস্ত করি সৃজিলা আমায় !
আমার দুঃখের কথা জান বন্ধুগণ,
অগ্নিগর্ভ জাপানের ঘন ভূকম্পন
ঘটে যথা মুহুর্মুহু, তথা ক্ষণে ক্ষণে
কম্প্রকলেবর আমি জ্বর-আক্রমণে।
নিত্যসহচররূপে যেই ভাগ্যহীন
লভিয়াছে হেন ব্যাধি, সে কি কোন দিন
সক্ষম হইবে কভু সামর্থ্য সঞ্চয়ে ?
নিত্য বলহানি তার শক্তি অপচয়ে।
মোর সাথে সায় কেহ দিন বা না দিন,
অস্ত্রহ্রাস সম্পর্কতে সুস্পষ্ট স্বাধীন
অভিমত এই মম, আমাদের কাছে
শৃঙ্গ বা নখর চঞ্চু যার যাহা আছে,
নিঃশেষে আহুতি দিয়া যজ্ঞকুণ্ডমাঝে
দাঁড়াইব সাত্ত্বিকের শুভ্রশান্তিসাজে
উন্মুক্ত আকাশতলে। সেই দৃশ্য স্মরি
আলিঙ্গন-ব্যগ্র বাহু পুলকে শিহরি
উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে। এস বন্ধুগণ,
দাও মোরে অস্ত্রহীন প্রেম-আলিঙ্গন।”

শুনিয়া আহ্বান,

প্রসারিত বাহু হতে রচি ব্যবধান

কেশরী, খগেন্দ্র, যণ্ড পশ্চাতে সভয়ে
সরিল কয়েক পদ। পশুরাজ কহে,—
"আজিকার মত সভা ভঙ্গ হোক তবে,
বিতর্কের আলোচনা দিনান্তরে হবে।"

(একটি ইংরেজী গল্পের ভাব অবলম্বনে)